NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের টিকিটের চাহিদা বৃদ্ধি সাড়ে পাঁচ গুণ

কানপুর টেস্ট ঘিরে 'ফুল প্রুফ' নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৭

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৮ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.09.2024, Vol.18, Issue No. 107, 8 Pages, Price 3.00

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে বীরভূমের বিধায়ক-সাংসদদের নির্দেশ মমতার

মিলন গোস্বামী ● বোলপুর

বাংলায় বর্ষায় বন্যা হয় না। ঝাড়খণ্ডের ছাড়া জলে বাংলা ভেসে যায়, মানুষ দুর্ভোগে পড়ে। বীরভূমে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসে বোলপুরে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ডিভিসি র জলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে এবং এটা ম্যানমেড। মমতা বলেন, জলশক্তি মন্ত্রক না জানিয়ে জল ছেড়েছে। ডিভিসি তৈরি হয়েছিল বন্যা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য আর এখন ডিভিসির ছাড়া জলে মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে।

কলকাতা থেকে ডিভিসি তাদের দপ্তর অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'কেন্দ্র কলকাতা থেকে বড় বড় কোম্পানির সদর দপ্তর অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে, এখানে বিল্ডিং রেখে শুধু লাভ কি? মানুষ আগে না বিল্ডিং আগে? বাংলায় জল ছাড়বে মানুষ মারবে এটা বরদাস্ত করা হবে না।' এরপরই কেন্দ্রকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, 'ভোটের সময় কেন্দ্রের বাবুরা শুধু ভোট চাইতে এলে হবে, বিপদেও মানুষের পাশে থাকতে হবে।' মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ডিভিসি আছে তাদের নির্দেশেই জল ছাড়া হয়েছে। চিপ ইঞ্জিনিয়ার, পাওয়ার সেক্রেটারি ইতিমধ্যেই ওখান থেকে পদত্যাগ করেছেন। ডিভিসির ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো নয়।' এরপর তিনি বলেন, রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে সব জায়গায় তিনি যাচ্ছেন। বীরভূমেও এসেছেন প্রশাসনিক বৈঠক তিনি পরে করবেন জানিয়ে বলেন, 'এখন বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয়েছে। বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ত্রাণ-শিবির গুলিতে মানুষকে খাবার দেওয়া চলছে। যতদিন না পরিস্থিতি ঠিক হয় ততদিন ক্ষতিগ্রস্তদের দেখভাল চলবে।'

এরপরই তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহ বাংলায় পাঠানো হচ্ছে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিকট আত্মীয়দের দু-লক্ষ টাকা করে সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। পাশাপাশি বন্যায় ২৮ জন ও সম্প্রতি রাজ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিনা চিকিৎসায় ২৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকার প্রতিটি মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করবেন বলেও জানান তিনি। মমতা এদিন বীরভূমে গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে মুখ্যসচিব -সহ জেলার মন্ত্রী, এমএলএ, সাংসদ, সভাধিপতি,পুরসভার চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ব্লকের বিডিওদের পাশাপাশি জেলাশাসককে নিয়ে বন্যা পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি নির্দেশ দেন, সাংসদরা তাদের বরাদ্দ টাকার এক কোটি টাকা স্কুলের জন্য ও ৪ কোটি টাকা তাঁর গ্রামীণ এলাকায় রাস্তাঘাটের জন্য বরাদ্দ করবেন এবং বিধায়কেরা তাদের বরাদ্দ টাকা বন্যাকবলিত এলাকায় রাস্তাঘাটের জন্য ব্যয় করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জেলাশাসক বিধায়ক এবং সাংসদরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকোয় করে অতি কষ্টে এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে সাবধানতা বজায় রেখে চলার কথা বলে তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে বোটে কতজন ওঠার নিয়ম রয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন, জীবনটা খুব দামী বাড়ি ভেঙে গেলে বাড়ি ফেরত পাওয়া যাবে কিন্তু জীবনটা ফেরত পাওয়া যাবে না। তাই বন্যা দুর্গত এলাকায় বা হঠাৎ কোনো জরুরি অবস্থায় প্রশাসনের সর্তকতা সকলকে মেনে চলার পরামর্শও দেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, রাজ্যে ১১ লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রথম কিস্তির টাকাও উপভোক্তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলা এখনো গ্রাম ভিত্তিক, অধিকাংশ মানুষই এখনো গ্রামে বসবাস করেন। রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মাটির বাড়ি এখনো আছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, কেন্দ্র এখনো বরাদ্দ টাকা দিচ্ছে না তাই তাড়াতাড়ি পাকা বাড়ি করতে দেরি হচ্ছে। বর্ষা শেষ হলে দেউচা পাঁচামি এলাকায় কাজ জোর কদমে শুরু হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, বন্যা দুর্গত এলাকায় ডায়রিয়ার প্রভাব বাড়তে পারে তাই সকলকে সজাগ থাকতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে আগাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

অনুগামীদের বরণে কন্যা-সহ বোলপুরের বাড়িতে প্রবেশ অনুব্রতর

শারদীয়ার শুভেচ্ছা-সহ 'দিদির' সাথে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছরেরও বেশি সময় পরে নিজের ডেরায় ফিরলেন 'বীরভূমের বাঘ' অনুব্রত মণ্ডল। কার্যত অকাল হোলির পরিবেশ তৈরি হয় অনুব্রত-গড়ে। অনুব্রতের জামিন নিশ্চিত হতেই বেশ সাজ সাজ রব ধরা পড়েছিল বীরভূমের নিচুপট্টি এলাকায়। দুই বছর দুর্গাপুজোয় তিনি ছিলেন না এই বাড়িতে। তবে এ বার পুজোর আগেই বোলপুরের বাড়িতে ফিরছেন তিনি। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট থেকে জামিন নিশ্চিত হতেই অনুব্রতের বাড়িতে শুরু হয়েছিল রং করার কাজ, ঝাড়পোঁছ, আগাছা সাফাই।

প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে এবং তার পর প্রায় দেড় বছর দিল্লিতে তিহাড় জেলে বন্দি ছিলেন তিনি। তিহাড় থেকে মুক্তির পর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের সঙ্গে সোমবার রাতের বিমানেই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ভোরে পৌঁছন কলকাতায়। দমদম বিমানবন্দরে অবতরণের পর ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ সোজা বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেন তৃণমূলের বীরভূম জেলার প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত। সঙ্গে ছিলেন সুকন্যা এবং অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ আরও কয়েক জন নেতা। সকাল ৯টা নাগাদ সড়কপথে বর্ধমান হয়ে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে ফেরেন তিনি।

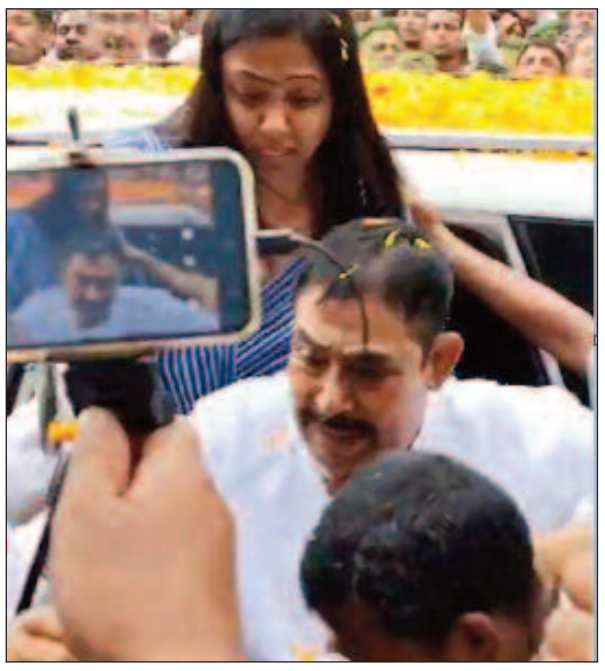

জেলায় অনুব্রতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় সকাল থেকেই বোলপুরে নিচুপট্টির বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করেছিল দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়িতে প্রবেশের সময় দৃশ্যত ছলছল চোখ ছিল অনুব্রতের। বাড়ির এক তলায় দলীয় কার্যালয়ে বসে কথা বলতে বলতে একটি পর্যায়ে কেঁদেও ফেলেন তিনি।

বীরভূমে ফেরার পথে বর্ধমান পার করে একটি জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থামে অনুব্রতের গাড়ি। সেই সময় গাড়ির কাচ নামিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অনুব্রত। তিনি জানান শারীরিক সমস্যার কথা। পায়ে ও কোমরে ব্যথার কথাও জানান। তিনি বলেন, 'আমি আদালতকে সম্মান করি, আইন মেনে চলি।' সঙ্গে এ কথাও বলেন, 'দিদির জন্য আছি, বরাবরই থাকব।' মুখ্যমন্ত্রী এবং গোটা রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছাও জানান তিনি।

অনুব্রতের গ্রেপ্তারির পর মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কেষ্টকে বীরের সম্মান দিয়ে ফিরিয়ে আনব।' ঘটনাচক্রে মমতারও মঙ্গলবার বীরভূম জেলায় প্রশাসনিক কর্মসূচি ছিল। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আবহে বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মমতা। ঠিক সেই দিনেই কারামুক্তির পর বীরভূমে ফিরেছেন অনুব্রত। তবে এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে যেমন অনুব্রতর কথা বলতে শোনা যায়নি মুখ্যমন্ত্রীকে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাননি অনুব্রতও। অবশ্য, অনুব্রতকে সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি জানান, শরীর ভাল থাকলে দেখা হবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে।

২০২২ সালের ১১ অগস্ট গোরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনুব্রত। গত সপ্তাহেই তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়। তবে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য জেলমুক্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয় এবং সোমবার রাতে তিহাড় থেকে মুক্তি পান তিনি। ওই একই মামলায় মেয়ে সুকন্যাও কিছু দিন আগে জামিন পেয়েছেন। তবে বীরভূমে ফেরেননি। দিল্লিতেই ছিলেন, অনুব্রতের মুক্তির অপেক্ষায়। মঙ্গলবার পিতা, কন্যা একসঙ্গেই ফিরলেন বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতে।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের উপর মঙ্গলবার তৈরি হয়ে গিয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবেই চলতি সপ্তাহ জুড়ে আবার বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। মাটি হতে পারে পুজোর বাজার। মাঝে কয়েক দিন রেহাই দিয়েছিল বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণের বেশির ভাগ জেলায় আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে ঝড়বৃষ্টি। কোনও কোনও জেলায় আবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে সতর্কতা। উত্তরেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে সেই ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর অন্ধ্র এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছে সমুদ্রের উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবেই বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্প, যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার)-র সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। ওই জেলাগুলিতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। দক্ষিণের বাকি জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে।

'রাত্তিরের সাথী' রূপায়নে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনার প্রবল আন্দোলনের আবহে রাত্তিরের সাথী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্প রূপায়নের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে এবার বৈঠকে বসছে নবান্ন। বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, হাসপাতালের সুপার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সব হাসপাতালের সিভিল ইলেক্ট্রিক্যাল, আইটি বিভাগের কর্মীদের যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরাও থাকবেন বৈঠকে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ওই বৈঠকে যোগ দেবেন কিনা সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। যদিও একটি সূত্রের দাবি মুখ্যমন্ত্রী নিজে ওই বৈঠকে উপস্থিত থেকে 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।

উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ সুপ্রিমে বহাল হাইকোর্টের রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজারেরও বেশি শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা রইল না স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর। আপাতত কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছে, এখনই হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করছে না শীর্ষ আদালত।

১৪ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। ওই নির্দেশ সংরক্ষণ নীতির বিরোধী, এই দাবি তুলে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজীব ব্রহ্ম-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থী। এর ফলে ১৪ হাজার চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ নিয়ে আবার তৈরি হয় জট। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নতুনদের আবেদন শোনা হবে না। হাইকোর্টে মামলাকারীদের বক্তব্য শুনবে উচ্চ আদালত।

গত ২৮ অগস্ট বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়ে জানায়, উচ্চ প্রাথমিকে নতুন করে মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে এসএসসিকে। তার ভিত্তিতে তারা কাউন্সেলিং করে চাকরিতে নিয়োগ করবে। আদালতের ওই রায়ের ফলে প্রায় ৮ বছর পরে ১৪,০৫২ পদে নিয়োগ শুরু করেছিল এসএসসি। এরই মধ্যে আবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়।

সোমবারই উচ্চ প্রাথমিকের ২০১৬ সালের মেধাতালিকা প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এসএসসি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে মেধাতালিকা। ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে অস্থায়ী শিক্ষকের জন্য। বাকি পদে নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। যদিও চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, শুধু মেধাতালিকা প্রকাশ করলে হবে না, নিয়োগ প্রক্রিয়াও শীঘ্র শুরু করতে হবে।

পুলিশের ছুটি বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দোরগোড়ায় উৎসবের মরশুম। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। সামনেই দুর্গাপুজো। তার পরই লদীপুজো, কালীপুজো ও ছট। সেই কথা মাথায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে পুজো পরিচালনা করতে পুলিশের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। মঙ্গলবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত এমার্জেন্সি ছাড়া কোনও পুলিশ কর্মীকে ছুটি না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে কর্মসূচি করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ধর্মতলায় বিজেপি যেখানে এর আগে ধর্না দিয়েছিল, সেখানে কংগ্রেস কর্মসূচি করতে পারবে বলে মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। অন্যদিকে, বিজেপিকে হাজরা মোড়ে সভা করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।

'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের উলটো ঝোলাব' ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী প্রচারে শাহের মন্তব্যে বিতর্ক

রাঁচি, ২৪ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে উলটো করে ঝুলিয়ে রাখব।' সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল বাংলাদেশ। এই ঘটনায় বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং এহেন মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে।

শাহের এহেন মন্তব্যকে একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না বাংলাদেশের নয়া সরকার। সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর, এই মন্তব্যের পাল্টা ঢাকায় অবস্থিত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে এই ঘটনায় চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ সরকার। যেখানে শাহের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, দিল্লির রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশকে নিয়ে যে ধরনের মন্তব্য করছে তা অত্যন্ত আপত্তিকর। ভারত সরকারের উচিৎ রাজনৈতিক নেতারা এই ধরনের মন্তব্য যাতে না করেন তার জন্য তাঁদের সতর্ক করা। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, এহেন মন্তব্য দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাবকে ক্ষুণ্ন করে।'

নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা না হলেও চলতি বছরেই রয়েছে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যেই ঝাড়খণ্ডে প্রচার শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। গত শুক্রবার এই রাজ্যে ভোট প্রচারে গিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ শানিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'ভোটব্যাংক হারানোর ভয়ে জেএমএম আরজেডি ও কংগ্রেস অনুপ্রবেশকে আস্কারা দিয়ে চলেছে। এর পর জনগণের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, 'যদি আপনারা ঝাড়খণ্ডে সরকার পরিবর্তন করেন তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, প্রত্যেক বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাকে খুঁজে বের করবে বিজেপির সরকার। এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করব।'

উল্লেখ্য, ভারতের মাটিতে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এই অনুপ্রবেশের ঘটনা সবচেয়ে বেশি বলে বার বার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও এই ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের তরফে কখনও কোনও বিবৃতি প্রকাশ্যে আসেনি। তবে সরকার বদলের পর শাহের অনুপ্রবেশের অভিযোগের পালটা জবাব দিল বাংলাদেশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Ranjit Mondal S/o. Shanti Ram Mondal ও Ranjit Mandal S/o. S. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩২১ নং এফিডেভিট বলে Subinay Chakrabortty S/o. Gour Chandra Chakraborty ও Subinay Chakraborty S/o. G. Ch. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩১৯ নং এফিডেভিট বলে Sk Liakat Ali S/o. Sk Noor Ali ও Sheikh Liyakat Ali S/o. Noor Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩২৪ নং এফিডেভিট বলে Sasanka Kumar S/o. Sukumar Kumar ও Shashanka Kumar S/o. S. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Ansar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Mansur Ali, Sk Munsur Ali ও Shaikh Mansar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Pal S/o. Tarakchandra Pal ও Sanjoy Pal S/o. T Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৬৬১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subham Kumar Pattra (old name) S/o. Shyamal Kumar Pattra, R/o. Sekhpukur, Namajgram, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subham Patra (new name) S/o. Shyamal Patra নামে পরিচিত হইয়াছি। Subham Kumar Pattra S/o. Shyamal Kumar Pattram & Subham Patra S/o. Shyamal Patra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৬৬১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Patra S/o. Sankar Patra, Shyamal Kumar Patra S/o. Shankar Patra, Shyamal Patra S/o. Sankar Chandra Patra, Shyamal Kumar Pattra S/o. Sankar Chandra Pattra & Shyamal Kumar Patra S/o. Sankar Patra R/o. Sekhpukur, Namajgram, Pandua, Hooghly-712149, W.B., সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Chandra Pal ও T Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. NIT NO- 05/OF NGP/2024-25. Last date of submission 30.09.2024 up to 11a.m. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram
Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর। বুধ বার, ৮ই আশ্বিন। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখ ানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) ২য় কোর্ট, হুগলী
টি. এস. নং- ৮৯/২০০৯
শেখ জহুর আলী
-বনাম-
শেখ আব্বাস আলী দীং

এতদ্বারা শেখ মেহের আলী, শেখ শাজাহান আলী, উভয়ের পিতা- শেখ আব্বাস আলী, সাং- গ্রাম ও পোঃ ছোট সরসা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী কে জানাইতেছি যে, বাদী শেখ জহুর আলী এই মোকর্দ্দমা করেছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনাদের আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী হবে।

তপশীল
মৌজা- ছোট সরসা, খতিয়ান নং- ৮৭৫, দাগ নং- ৩২৫, ০.৬০ একর, খতিয়ান নং ৯৭৩, দাগ নং ৬২৫, ০.৩০ একর, জেলা- হুগলী
দরখাস্তকারীর পক্ষে
পঙ্কজ সাধু
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন)
২য় কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, জেলা হুগলী, থানা - চন্দননগরের অধীন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর জে.এল ভুক্ত ১৯ নম্বর সীটের আর.এস ২৫৩ নম্বর দাগের আর.এস ১৫০ নম্বর খতিয়ানের ৬০২ নম্বর হোল্ডিংভুক্ত বাস্তু পুরাতন সম্পত্তি লইয়া জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়ার মল্লিকগলির বাসিন্দা **শ্রী বিজয় কুমার সাউ** পিতা মৃত শিউপূজন সাউ সিভিল জজ, জুনিয়র ডিভিসান, চন্দননগর প্রথম আদালতে ২০২০ সালের ২৯ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা জেলা হুগলী, থানা - সিঙ্গুর, পোঃ নোয়াপাড়ার অধীন রাজার বাথান বৈঁচীপোতা নিবাসী **সুরজিৎ মাঝি,** পিতা কার্তিক মাঝি দীং-এর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন যাহা বর্তমানে উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে। উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তু বাটীর ছাদ ও দেওয়াল দুইজনকার তথা **বিজয় কুমার সাউ** ও **সুরজিৎ মাঝির** একসাথে লাগোয়া রহিয়াছে। যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি মোকর্দ্দমা চলৎকালীন খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি নিজ দায়িত্বে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিবেন।

নেপাল চন্দ্র সেন (এ্যাডভোকেট)
জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

1)Ramapati Purkait S/o. Lt. Lalit Mohan Purkait, **2)Durba Ghosh** D/o. Lt. Jadupati Purkait **3)Urmita Purkait** D/o. Lt. Umapati Purkait, **4)Shibabrata Purkait** S/o. Lt. Umapati Purkait, **5)Amita Purkait** W/o. Lt. Jadupati Purkait, **6)Jyotsna Purkait** W/o. Lt. Jagatpati Purkait, **7)Monojit Purkait** S/o. Lt. Jagatpati Purkait, **8)Nirmalya Purkait** S/o. Lt. Jagatpati Purkait, **9)Debajit Purkait** S/o. Lt. Jagatpati Purkait, **10)Kalyani Purkait** W/o. Lt. Kailashpati Purkait, **11)Surajit Purkait** S/o. Lt. Kailash Pati Purkait, **12)Rita Mallick** D/o. Lt. Kailash Pati Purkait, **13)Abhijit Purkait** S/o. Lt. Kailash Pati Purkait, **14)Rita Purkait** W/o. Lt. Umapati Purkait, **15)Smriti Purkait** D/o. Lt. Lalit Mohan Purkait, **16)Shikha Mitra** D/o. Lt. Lalit Mohan Purkait, **17)Nita Mallick** D/o. Lt. Kailashpati Purkait all R/o. Vivekananda Road, Babuganj, Tamlipara, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 দাতাগণ বিগত ইং 04/05/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে 1738/2018 নং ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট দলিল বলে আমার মক্কেল **K.C.Das-Real Estate**, এর কর্ণধার **Sri Debasis Das** S/o. Lt. Keshab Chandra Das মহাশয়ের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং **18)Smt. Gita Ghosh** W/o. Partha Kumar Ghosh, **19)Smt. Sauli Ghatak** W/o. Dipak Ghatak, **20)Sri Sunirnay Kumar Paul** মহাশয়গণ বিগত ইংরাজী 03/07/2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2239/18 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **K.C.Das-Real Estate,** এর কর্ণধার Sri Debasis Das S/o. Lt. Keshab Chandra Das মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত দুইটি আমমোক্তার নামা বলে ও চুক্তি বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 04/05/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3931/2023 নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **1) Sri Biblab Dutta** S/o. Lt. Nirmal Kumar Dutta & **2) Sri Sayandeep Dutta** S/o. Sri Biplab Dutta R/o. Haladhar Goli, Chinsurah, Buroshibtala, Hooghly-712105, W.B. মহাশয়গণকে K. C. Das Apartment এর ২য় তলে অবস্থিত, 330 Sq.Ft (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিশিষ্ট্য একটি রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট,যাহার নং 2E, বিক্রয় করেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, জে. এল নং 19, হাল এল.আর. 5739, 5621, 5744, 5743, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5741, 5742, 5740, 5631, 5927, 5973, 5974 নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. 1171, 1172, ও 1173 নং দাগে বাস্তু জমি 0.124 ডেসিমেল সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 330 Sq.Ft সুপার বিল্ট আপ এরিয়া হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, 1) Sri Biblab Dutta S/o. Lt. Nirmal Kumar Dutta & 2) Sri Sayandeep Dutta S/o. Sri Biplab Dutta উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহার কেস নং **M/N/2024/0601/9569** ও **M/N/2024/0601/9570**, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ডিভিসির জল ছাড়া কমালেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে নতুন শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসি জল ছাড়ার পরিমাণ কমানোয় রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির আরও বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে মাইথন জলাধার থেকে ২৪ হাজার এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে ৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। যা আগের কয়েদিনের তুলনায় অনেকটাই কম।পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাওড়ার বিস্তীর্ণ অংশ থেকে জল নামছে।। ঘাটাল-সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের অনেকগুলি ব্লক বন্যামুক্ত হয়েছে। ঘাটাল, দাসপুর, ডেবরায় নদী এবং সেচখালগুলির জল বহু দিন পরে বিপদসীমার নীচে নেমেছে। জল নামায় শিলাবতী নদীর উপরে ভাসাপোল ধরে যাতায়াত শুরু করেছেন মানুষ। তবে বেশ কিছু এলাকায় এখনও জল জমে রয়েছে। জল রয়েছে চাষের জমিতেও। বন্যার জল নামতে শুরু করায় ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জল এবং বিদ্যুতের সংযোগে যাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন্যায় কোথায় কত বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছে, কোথায় চাষের জমি কতটা নষ্ট হয়েছে, তার পরিসংখ্যান তৈরি করছে রাজ্য সরকার। জলবাহিত রোগের প্রকোপ কমাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

পাঁশকুড়া শহর লাগোয়া ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে জল নামলেও নিচু এলাকাগুলিতে এখনও দুর্ভোগে রয়েছেন বানভাসি মানুষজন। দুর্গত এলাকাগুলিতে ত্রাণ পাঠাতে এখনও জোরদার সরব করতে হচ্ছে পিছাবোটের উপরে। বন্যার জল নামছে হুগলির খানাকুল, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা থেকেও। পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হলেও হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গল, বুধ তো বটেই, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রাজ্যের উপকূলবর্তী দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বন্যা পরিস্থিতির ফের অবনতি হতে পারে।

মিড ডে মিল প্রকল্পে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক অডিট করছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিএম পোষণ বা মিড ডে মিল প্রকল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পের সামাজিক অডিট করছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্কুলে এই সমীক্ষা করা হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জেলাস্তরের প্রকল্প আধিকারিক ও ভিলেজ রিসোর্স পার্সনদের নিয়ে করা ওই সমীক্ষায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা বলা হয়। মিড ডে মিলে দেওয়া খাবারের পরিমাণ, গুণগতমান, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের উৎস ইত্যাদি খতিয়ে দেখা হয়। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে সার্বিকভাবে এক মাস ধরে চলে সমগ্র মিড-ডে মিল সংক্রান্ত প্রায় ৩০টি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। যার মধ্যে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা থেকে শুরু করে গত মাসে কত মিড-ডে মিল খাওয়ানো হয়েছে, চালের মান কেমন, খ াদ্যসামগ্রী স্বাস্থ্যকরভাবে রাখা হয় কি না, কুক-কাম-হেল্পাররা নিয়মিত ভাতা পান কি না, ওজন মাপার যন্ত্র আছে কি না, রান্নাঘর, ডাইনিং হলের অবস্থা-সহ একাধিক বিষয় রয়েছে।সমীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছে। ৩০ টি স্কুলে খাবারের গুনগত মান ঠিক নয় বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। ৪২ টি স্কুলে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১০০র বেশি স্কুলে খাবার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই বলে সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। ৪৩৭ টি স্কুলে পানীয় জলের পর্যাপ্ত যোগান নেই, ৩০০ র বেশি স্কুলে ছেলে -মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই, হাজারের বেশি স্কুলে সীমানায় পাঁচিল নেই বলেও দেখা গিয়েছে। সর্বাধিক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের সন্ধান মিলেছে পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলিতে। ওই দুই জেলা মিলিয়ে এরকম মোট ৬৯ জন পড়ুয়ার খোঁজ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সার্বিক ভাবে রাজ্যের ২৮ টি স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পের মান নিয়ে সমীক্ষায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ টিই হাওড়া জেলার। এই সমস্ত দোষ ত্রুটি মুক্ত করে প্রকল্পের হল ফেরাতে সব রকমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

'মহামায়ার আগমন' ইন্ডিয়ান হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হস্তশিল্প প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড হল বস্ত্র মন্ত্রকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ। এটি সারা দেশের কারিগর, তাঁতি এবং শিল্পকারদের একটি বিপননের প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। সি সি আই সি ভারত-এর হস্তশিল্প এবং তাঁত পণ্য বিক্রির জন্য নয়াদিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইতে নামি শোরুমের পরিচালনা করে। যার মাধ্যমে হস্তশিল্প এবং তাঁত পণ্যের খ চরা বিক্রি হয়। এই পণ্যগুলি তাঁতি, মাস্টার তাঁতি, কারিগর, কারুশিল্প ব্যক্তি, মাস্টার কারুশিল্প ব্যক্তি, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, শিল্প গুরু এবং গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। এই এম্পোরিয়ামে এক ছাদের নীচে সারা ভারত থেকে সেরা হস্তশিল্পগুলোর প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে সুদ ভাস্কর্য, পেইন্টিং, আর্টওয়ার্ক, ধাতব পাত্র, কাঠের কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, পাথর এবং মার্বেল কারুশিল্প, কার্পেট, আসবাবপত্র, আসবাবপত্র, টেবিল লিনেন, শাড়ি, রেডিমেড কাপড়, আনুষাঙ্গিক, গহনা, নৈপুণ্য উপকরণ, ভেষজ পণ্য এবং আরও অনেক কিছু। প্রতিটি পণ্য অনন্য, ভারতীয় লোককাহিনী, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে।

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্সের নয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও হলেন সাই গিরিধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: Axis Finance Limited SAFLV, ভারতের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক কোম্পানি সাই গিরিধরকে নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও পদে নিয়োগ করল। বিপিন সরফ এতদিন সিইও হিসাবে এই কোম্পানির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০০৩ সালে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এবং ২০১৩ সালে অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স দলের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পান। টিমের সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পর, তিনি আবার এক্সিস ব্যাঙ্কে ফিরে যাবেন। ব্যাঙ্কিং ডোমেনে সাই গিরিধরের ২৮ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যবসা, পণ্য এবং পরিচালনায় বিশেষ কৌশলজ্ঞান এবং তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এন্ড-টু-এন্ড পিএন্ডএল পরিচালনার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

দুর্গাপুজোয় বিশেষ 'আলো' কালেকশন তানিষ্কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'তানিষ্ক', টাটার অধীনস্থ ভারতের বৃহত্তম গয়নার ব্র্যান্ড উন্মোচন করল তাদের অনন্য পুজোর কালেকশন 'আলো'। 'আলো', যা ঐশ্বরীয় আলোর প্রতীক, বাংলার ঐশানিদের অবিচল শক্তির দীপ্তি প্রকাশ ক'রে, প্রতিটি বাঙালি নারীর মধ্যে নিহিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই কালেকশন মা দুর্গার ঐশ্বরিক উপস্থিতি উদযাপনের পাশাপাশি বাংলার কারিগরদের সূদ শিল্পকলার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। কলকাতার তাল কুটিরে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকেও।

এদিনের অনুষ্ঠানে টাইটান কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের রিজিওনাল বিজনেস হেড সোমপ্রভ সিংহ জানান, 'আলো, দুর্গাপুজোর উষ্ণতা ও চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে। তানিষ্ক বছরের পর বছর ধরে কলকাতা এবং বাংলার ক্রেতাদের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, আর আলো কালেকশনের মাধ্যমে আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছি। এই কালেকশন, যা বাংলার সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আধুনিক নকশার সাথে মিলিত হয়েছে। এই কালেকশনের প্রতিটি গয়না সূদ কারুকার্যে গড়া, যা বাংলার ঐতিহ্যবাহী মোটিফ এবং শিল্পকলার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আলো শুধু বাংলার শিল্পঐতিহ্যকে সম্মান জানায় না, বরং বাংলার ঐশানিদের দীপ্তি এবং শক্তিকেও উদযাপন করে, প্রতিটি বাঙালি নারীর অন্তর্নিহিত আলো ও মেধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই কালেকশনের মাধ্যমে তানিষ্ক গর্বিত যে, তারা এমন গয়না উপস্থাপন করছে, যা আমাদের ক্রেতাদের মনে এবং পুজোর উৎসবের আনন্দে গভীরভাবে প্রভাব ফেলবে।'

অশোকনগর ও কল্যানীতে বন্ধ জুট মিলের জমিতে বস্ত্র শিল্পতালুক গড়ার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার জমিতে নতুন শিল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সূত্রেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর ও নদিয়ার কল্যানীতে দুটি বন্ধ জুট মিলের জমিতে দুটি বস্ত্র শিল্পতালুক গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। রাতের ক্ষুদ্র শিল্প সচিব রাজেশ পান্ডে জানিয়েছেন দুটি জায়গাতেই জোর কদমে পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সংস্থা কারখানা তৈরির জন্য সেখানে জমি নিয়েছে । বাকি জমির জন্য পুজোর পরেই দরপত্র চাওয়া হবে। তালুক দু'টি পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে বস্ত্র ক্ষেত্রে বড় অংকের লগ্নী আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন হাওড়ার হোসিয়ারি পার্কের পরিকাঠামোগত সমস্যা শীঘ্রই মিটিয়ে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যে বস্ত্র ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক সব রকম সুবিধা তৈরির সঙ্গে কমন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-ও তৈরি করা হচ্ছে। বস্ত্র ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির জন্য এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা তৈরি থাকলে দুই শিল্প তালুকে ভাল সাড়া মিলতে পারে। এরই পাশাপাশি হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের বস্ত্র ক্ষেত্রের উৎসাহ প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার আবেদন জানানোও হবে। এর আওতায় বেসরকারি সংস্থাগুলি যেমন সরকারের থেকে বিবিধ আর্থিক সহায়তা পাবে, তেমনই পাবে পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক সুবিধাও। এ ছাড়াও সেক্টর ফাইভে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে একটি আদর্শ রফতানি উন্নয়ন তালুক তৈরি হচ্ছে। সেখানে মূলত বস্ত্র, খেলনা, চর্মজাত পণ্য, গয়না প্রভৃতির প্রদর্শন ও রফতানির সুবিধা থাকবে।

পুজোর প্রস্তুতি দেখতে হাওড়া পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে বিশেষ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঙালির সবচেয়ে প্রতীক্ষিত দুর্গাপূজার কয়েকদিন বাকি। আর পুজোর শুরুর আগেই পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে ময়দানে নামলেন হাওড়া সিটি পুলিশের পুলিশ কমিশনার নিজে। হাওড়ার নামকরা পুজোগুলির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে মঙ্গলবার হাওড়া পুলিশের কমিশনার সহ আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত হন। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, হাওড়া শহরের একাধিক নামিদামি পুজোগুলো পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য অফিসাররা। তারপরেই রাজ্যে দেবীপক্ষের সূচনা। তার আগে হাওড়ার নামজাদা পুজোগুলির প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করলো পুলিশ প্রশাসন। এই বছরে মণ্ডপে ব্যবহৃত সামগ্রী থেকে শুরু করে নারী সুরক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিশ। মঙ্গলবার হাওড়া শহরের নামকরা মোট ১০ টি পূজা মণ্ডপের প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। মণ্ডপ নির্মাণে পুলিশ প্রশাসনের নির্ধারিত বিধি-নিষেধ সহ সুরক্ষার একাধিক মাধ্যকে যাচাই করে দেখা হয় বলেই হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে খবর। মঙ্গলবার চ্যাটার্জীহাট থানার অন্তর্গত স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব, ব্যাতোর সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি , শিবপুর থানার অন্তর্গত মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসব, নতুন পল্লি সার্বজনীন দুর্গা পুজা, হাওড়া থানার অন্তর্গত জাতীয় সেবা দল, অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি , ব্যাঁটরা থানার অন্তর্গত ব্যাঁটরা নবীন সংঘ, ব্যাঁটরা মহিলা সংঘ , দাসনগর থানার অন্তর্গত বালিটিকুড়ি নেতাজি বালক সংঘ , জগাছা থানার অন্তর্গত ইচ্ছাপুর শিবাজী সংঘ পুজা মণ্ডপে পরিদর্শন করা হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৮ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

তৃণমূল দলটাই চুক্তি ভিত্তিক হয়ে গেছে, কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'তৃণমূল দলটাই চুক্তি ভিত্তিক হয়ে গেছে।' মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের এলান্স জুটমিল গেটের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। একাধিক ইস্যুতে এদিন এলান্স জুটমিল গেটে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'পুলিশ চুক্তি ভিত্তিক হয়ে গেছে। হাসপাতালও চুক্তি ভিত্তিক হয়ে গেছে। এমনকি শ্রমিকরাও চুক্তি ভিত্তিক হয়ে গেছে।' তাঁর অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই এলান্স জুটমিলের শ্রমিকদের গেটের বাইরে

করে দেওয়া হচ্ছে। ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, শ্রমিকদের পিএফের টাকায় বন্ড কেনা হয়। অথচ বন্ডের বেনিফিট শ্রমিকরা পাচ্ছেন না।

প্রসঙ্গত, সোমবার কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিল গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে মালিকপক্ষ। পুজোর মুখে মিল বন্ধে কাজ হারালেন তিন হাজার শ্রমিক। এই মিলের বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'শ্রমিক অসন্তোষের জেরে মিলটা বন্ধ হয়েছে। ওখানে বয়স্ক শ্রমিকদের অন্য বিভাগে স্থানান্তর নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই মিলটা অবিলম্বে চালু করার চেষ্টা চলছে।' শাসকদলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'সব তৃণমূল নেতারা এখন ঠিকাদার হয়ে গেছেন। আর এই ঠিকাদারি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে।' তাঁর দাবি, 'মমতার সূর্য অস্ত যেতে চলেছে। আর জি কর কান্ড মমতার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। বিদায় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা।' প্রসঙ্গত, তলব পেয়ে সোমবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হয়েছিলেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ। প্রায় সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি সিজিও কমপ্লেক্স বেরিয়ে আসেন। এপ্রসঙ্গে অর্জুন বলেন, 'তথ্য প্রমাণ লোপাটে উনি জড়িত। ওনাকে আবার ডাকা হতে পারে।'

'ওপেন ফোরামে বিচার হোক', দাবি পানিহাটির প্রাক্তন কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সিবিআইয়ের তলব পেয়েই সোমবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছিলেন পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। তাঁকে প্রায় ৭ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। যদিও বিধায়কের দাবি, এপয়েন্টমেন্ট করেই তিনি সিবিআই দপ্তরে গিয়েছিলেন। সিজিও কমপ্লেক্স থেকে রাতে সোদপুরের বাড়িতে ফেরেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী। সেখানে তাঁরা কিছুক্ষণ বৈঠকও করেন। সেই বৈঠকে হাজির হন পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।

২০১৩ সাল পর্যন্ত পানিহাটি পুরসভার সিপিএমের কাউন্সিলর ছিলেন এই সঞ্জীব। ২০১৮ সালে তিনি জার্সি বদল করে তৃণমূলে যোগ দেন। প্রসঙ্গত, তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেন্সিক মেডিসিনের অধ্যাপক অপূর্ব বিশ্বাসকে। পানিহাটির তরুণীর মরদেহ যেই তিনজন চিকিৎসক ময়নাতদন্ত করেছিলেন। সেই টিমের প্রধান ছিলেন অপূর্ব বিশ্বাস। তার মুখেই উঠে এসেছে পানিহাটির প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনি নিহত চিকিৎসকের পড়শি। মৃতদেহ উদ্ধারের দিন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে তিনিও হাসপাতালে গিয়েছিলেন। শেষকৃত্যের আগে শ্মশান ঘাটের নথিতে সইও করেন এই প্রাক্তন কাউন্সিলর। দ্রুত ময়নাতদন্ত করার জন্য চিকিৎসককে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। তবে সোমবার রাতে বৈঠক শেষে প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। তাঁরা 'ওপেন ফোরামে' আসুক। দূর থেকে কাঁদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক। রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি নিয়ে তাঁর সাফাই, যিনি হুমকির কথা বলছেন তাঁর কাছে জানতে চাইব। তিনি কি তাঁকে বলছেন, নাকি অন্য কাউকে বলছেন। সঞ্জীবের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঠিক নয়। এমনকি ময়নাতদন্ত টিমের প্রধান চিকিৎসককে তিনি চেনেন না। প্রাক্তন কাউন্সিলর আরও বলেন, চিকিৎসক যেটা বলছেন সেটা ঠিক। আর তিনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়। চিকিৎসক বলে দিলেন মানেই বেদবাক্য। প্রাক্তন কাউন্সিলরের সংযোজন, মৃতার বাবা তাঁকে ডেকেছিলেন। শ্মশান ঘাটে দাহ করার সময় ওনারা সুস্থ ছিলেন না। দাহের পর শ্মশান ঘাটের নথি ওনাদের বাড়িতেই ছিল। দু'দিন বাদে পুরসভা থেকে ডেথ সার্টিফিকেট এনে ওনাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

শান্তিপূর্ণভাবে পুজো পরিচালনা করতে ছুটি বাতিল পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই পরপর দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালী পুজো, ছট পুজো। উৎসবই-উৎসব। শহর কলকাতা জুড়ে সাজো সাজো রব। আর এই উৎসবে নিয়মশৃঙ্খলা সামলানোর গুরু দায়িত্ব বর্তায় কলকাতা পুলিশের কর্মী থেকে আধিকারিকদের ওপরেই। এবার সেই কথা মাথায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে পুজো পরিচালনা করতে পুলিশের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। মঙ্গলবার এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কোনও পুলিশ কর্মী ছুটি নিতে পারবে না। তবে কলকাতা পুলিশ কর্মী বা আধিকারিকদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়।

দুর্গাপুজোর এই চারদিনের জন্যই সারাবছর অপেক্ষায় থাকে আপামর বাঙালি। তাই সুষ্ঠুভাবে গোটা বিষয়টা পরিচালনা করাই চ্যালেঞ্জ থাকে রাজ্য সরকারের কাছে। ফলে প্রতিবছরই আগেভাগেই পুলিশ কর্মীদের তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যে এলাকাগুলোতে জনসমাগম বেশি, সেই এলাকাগুলোর পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নিরাপত্তাও বেশি থাকে। তাই লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো ও ছটের জন্য ১ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত কোনও পুলিশ কর্মীকে ছুটি না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে জরুরী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, 'পুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে। কোন ক্লাব কী থিম করছে, সেটা পুলিশকে নজর রাখতে হবে। এমন কিছু করা যাবে না যাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়। মনে রাখতে হবে পুজোর সময় অনেক বিদেশি অতিথি আসে, সারা দেশ থেকে অনেক মানুষ আসেন। তাদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়।' এবছর আরজি কর ইস্যু নিয়ে লাগাতার চাপে ছিল কলকাতা পুলিশ। চিকিৎসক আন্দোলনকারীদের চাপে পরে নগরপালের দায়িত্ব থেকে সরানো হয় বিনীত গোয়েলকে। উৎসবের দিনগুলিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকে বিশেষ নজর থাকবে পুলিশের। অতএব সেই সব দিক মাথায় রেখেই পুলিশের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত।

আরজি কাণ্ডে এবার দুই মহিলা পিজিটি-কে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ওপর নৃশংস অত্যাচারের তদন্তে নেমে সিবিআই-এর হাতে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। উঠে আসছে বহু নামও। এবার ধর্ষণ খুন কাণ্ডে তলব করা হল আরজি করের ২ পিজিটি-কে। ঘটনার পর থেকেই উধাও ছিলেন এই দুই পিজিটি। মঙ্গলবার তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়। মঙ্গলবার এমএসভিপি-র গাড়িতে ওই দুই মহিলা পিজিটি সিজিও-তে যান। কেন তাঁরা ঘটনার পর থেকে কার্যত দু'মাস বেপাত্তা ছিলেন, সেই তথ্যই জানতে চান তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, ঘটনার পর থেকেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে বহু সংখ্যক পিজিটি জুনিয়র চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। এর তালিকাও বেশ দীর্ঘ। তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এই দুই মহিলা পিজিটি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই এখন এই দুই মহিলা পিজিটি-কে তলব করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে। যার সঙ্গে এই দুই মহিলা পিজিটি-র নিশ্চিত যোগ রয়েছে বলে মনে করছে সিবিআই। আরজি কর সূত্রে জানা যাচ্ছে, একজন মহিলা পিজিটির সঙ্গে ওই নির্যাতিতা তরুণীর ঝগড়া হয়েছিল। আর ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, যে ডাক পাওয়া মহিলা পিজিটি বলেছিলেন, তিনি চেস্ট মেডিসিন ছেড়ে দেবেন। তিনি মূলত দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। ঘটনার পর তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। আরও এক মহিলা পিজিটিও ছিলেন না। এতদিন ধরে তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না কারও তরফে। আন্দোলন উঠে যেতে তাঁরা আবার হাসপাতালে ফেরেন। আর তারপরই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় তাঁদের নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন। তিনি কিছু নথি জমা দিয়েছেন বলে খবর। সিবিআই আধিকারিকরা বয়ান রেকর্ড করে ওই দুই ছাত্রীর।

বুধে বিজেপির কালীঘাট চলো কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার বিজেপির 'কালীঘাট চলো' কর্মসূচি। আদতে হাজরায় সভা। এই সভায় অংশ নেবেন দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের উপর আরও চাপ বাড়াতে চলেছে পদ্ম শিবির। তবে এই সভার জন্য আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল জল। শেষ পর্যন্ত দুপুর ২ টো থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত কর্মসূচির অনুমতি দেয় আদালত। বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, এই অনুষ্ঠানে ২০০ চেয়ার রাখার অনুমতি মিলেছে।

কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছিল ১৬ সেপ্টেম্বর ধর্মতলার ধরনা মঞ্চের শেষ দিনে। তারপর থেকেই অভিযানকে কেন্দ্র করে নানাবিধ চাপানউতোর চলছিল।

এদিকে সূত্রের খবর, এই কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বিজেপির অন্দরে। এদিকে এই কর্মসূচির নাম 'কালীঘাট চলো'। জায়গার মাহাত্ম্য অনুসারে কর্মসূচির সঙ্গে মান-সম্মান জড়িয়ে রয়েছে বলেও মনে করছেন স্যাফ্রন ব্রিগেডের এক বিরাট অংশ। এই ধরনের কর্মসূচির জন্য যেভাবে ঝাঁপানো উচিত সেই প্রস্তুতি দলের নেই বলে দলীয় বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে। এমনকি, কর্মসূচির জন্য একটা বৈঠকও হয়নি।

শুধুমাত্র মঙ্গলবার একটা নমো নমো করে ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। ফলে এই কর্মসূচি কতটা সাফল্য পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। এমনকি, এই কর্মসূচির জন্য কোনও প্রচার সেভাবে হয়নি বলেও আক্ষেপ করতে শোনা গিয়েছে কোনও কোনও নেতাকে। কালীঘাট চলো যেখানে ডাক দেওয়া হয়েছে সেখানে দলের তরফ থেকে কেন এমন গা ছাড়া মনোভাব তা নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে।

অন্যদিকে, এদিনই আবার কংগ্রেসের ধর্মতলায় দু'দিনের কর্মসূচিতে সায় দিয়েছে আদালত। নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কর্মসূচিতে থাকছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ধর্নার অনুমতি পেয়েছে হাত শিবির। ১০০ জন কর্মী সমর্থক নিয়ে এই কর্মসূচি করা যাবে জানিয়ে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ।

অভিষেকের নির্দেশে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে 'উৎসবের উপহার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩-এও পুজোর আগে 'অভিষেকের উপহার' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে। যেখানে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে পুজোর উপহার মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তবে ২০২৪-এ এই উপহার দেওয়ার পদ্ধতিতে বদল আনা হল। আর এই বদল আনা হয়েছে তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড-এর দায়িত্বে থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই।

এবার দেখা গেল পুজোর আগেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া 'উৎসবের উপহার' পৌঁছল ডায়মন্ড হারবারবাসীর ঘরে ঘরে। অভিষেকের উপহারের ডালি স্থানীয় নেতা, কর্মীরাই দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। 'পুজো সকলের' এই কথা ভেবেই উৎসবের উপহারের উদ্যোগ নিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। 'উৎসবের উপহার' পেয়ে খুশি আমজনতা। এদিকে তৃণমূল শিবির সূত্রে খবর, বিধানসভা ভিত্তিক উপহার পৌঁছে যাবে প্রত্যেক বুথে বুথে। এরপর বুথের দায়িত্বে থাকা নেতারা নিজেদের সুবিধা মতো যত দ্রুত সম্ভব সেই উপহার পৌঁছে দেবেন সাধারণ মানুষের কাছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয় বারের জন্য সাংসদ হওয়ার পর জুন মাসে আমতলার দলীয় কার্যালয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বৈঠক করেন অভিষেক। সেই বৈঠকেই ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নেতাদের থেকে মঞ্চের উপরে কেন উপহার নেবেন সাধারণ মানুষ তা নিয়েও। সঙ্গে এও বলেন, বহু ক্ষেত্রে নেতারা উপহার দেওয়ার মুহূর্তের ছবি তুলে তা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দেন। যা না-পসন্দ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর আরও বক্তব্য ছিল, যদি উপহার দিতেই হয়, তা হলে তা পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে।

প্রসঙ্গত, এর আগে কোভিড আবহে যখন লকডাউন জারি করা হয়েছিল, তাতে ডায়মন্ডহারবার এলাকার মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল সাংসদের অফিস।

সার্ধশতবর্ষে নতুন রূপে সেজে উঠল আলিপুর চিড়িয়াখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাড়ম্বরে আলিপুর চিড়িয়াখানার ১৫০ তম পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হল। মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, চিড়িয়াখানা অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন আলিপুর চিড়িয়াখানার দুটি নতুন প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করেন ফিরহাদ হাকিম।

প্রসঙ্গত, ১৮৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আলিপুর চিড়িয়াখানা পথ চলা শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে সার্ধশতবর্ষে পদার্পণ করল ঐতিহ্যবাহী এই চিড়িয়াখানাটি। সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান করল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ যেখানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেখানে চিড়িয়াখানার নতুন দুটি প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করেন ফিরহাদ হাকিম। খানিকটা নস্টালজিক হয়ে তিনি বলেন, 'ছোটবেলার অনেক স্মৃতি রয়েছে এই চিড়িয়াখানা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার ফলে তাঁকে অনুষ্ঠানটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

এরই পাশাপাশি বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানান, তিনি জঙ্গলের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে বন জঙ্গল দেখেই বড় হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁকে বন দফতরের দায়িত্ব দেওয়ায় কৃতজ্ঞ। মন্ত্রী হিসাবে অবুঝ পশু পাখি গুলোর জন্য, চিড়িয়াখানার জন্য কিছু করতে পেরে তিনি খুশি। মানুষকেও এগিয়ে এসে বন জঙ্গল বাঁচানোর আহ্বান জানান তিনি।

আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত জানান, 'চিড়িয়াখানায় এই মুহূর্তে দু হাজারেরও বেশি পশু, পাখি রয়েছে। এই পশুপাখি গুলি যাতে আরো ভালোভাবে থাকতে পারে, যদি সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে তাদের দত্তক নেন ভালো হয়।' এরই রেশ ধরে এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পশু পাখিদের দত্তক নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বানও জানান তিনি।

পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য তাঁর বার্তা, আলিপুর চিড়িয়াখানাতে নন্দনকানন থেকে টাপির ও মাউস ডিয়ার আনা হয়েছে। মাউস ডিয়ার গুলিকে বনমন্ত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দত্তক নিয়েছেন। সার্ধশতবর্ষে নতুন রূপে সেজে উঠল আলিপুর চিড়িয়াখানা।

র‍্যাগিংকাণ্ডে জড়িত ৩২ জন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় র‍্যাগিং তথ্য সামনে আছে। র‍্যাগিংকাণ্ডে নাম জড়ায় বহু প্রাক্তনীদেরও। সোমবার এই ঘটনা নিয়ে বৈঠক হয় অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটির। সেখানে অভিযুক্ত ৩২ জন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩২ জনের মধ্যে ১৭ জনের বিরুদ্ধে শাস্তি অবিলম্বে কার্যকর করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। বাকি ১৫ জন আদালতে মামলা করেছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, যে ১৭ জনের শাস্তি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে, তার মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র সংসদ ফেটসুর তৎকালীন চেয়ারপার্সন অরিত্র মজুমদার এবং অন্য দুই নেতা, গৌরব দাস ও সৈকত শীট। নাম রয়েছে এসএফআই নেতা রুদ্র চট্টোপাধ্যায়েরও। এই ১৭ জনের মধ্যে চার জন পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, তাঁদের ডিগ্রি প্রদান স্থগিত রাখা হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের অগস্টে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি রিপোর্টে জানায়, ৩২ জন পড়ুয়া এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাঁদের কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানোর পরে ১৫ জন মামলা করেন। অভিযুক্ত পড়ুয়াদের শো-কজের উত্তর সন্তোষজনক নয় বলেই এদিন কমিটির বৈঠকে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা জোরদার করতে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে সিসি ক্যামেরা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তার বিষয়কে আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করেছিলেন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা। হাসপাতাল চত্বরে পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা-সহ একাধিক দাবিতে ৪২ দিন ধরে কর্মবিরতি পালন করেন বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতালে সুরক্ষার বিষয়ে রাজ্য প্রশাসন কী ভাবছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদেরও। অবশেষে নড়েচড়ে বসল রাজ্য প্রশাসন। ঠিক হয়েছে, চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় হাসপাতালগুলিকে সিসি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে।

সূত্রের খবর, আর জি করের সব ক'টি ভবনের প্রতিটি তলাকেই সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হবে। প্রাথমিকভাবে হাসপাতালের সর্বত্র ৫০০টিরও বেশি ক্যামেরা বসানো হবে। ইতিমধ্যেই ১০০টি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে আর জি করে ১৯০টি সিসি ক্যামেরা রয়েছে। তা এতবড় হাসপাতালের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বাকি জায়গাগুলি সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। পুলিশের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বর্তমানে সুপ্রিম নির্দেশে আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তায় রয়েছে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে রয়েছে কলকাতা পুলিশের ৬০ জন পুলিশকর্মীও।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বর্তমানে রয়েছে ৩৩০টিরও বেশি সিসি ক্যামেরা, যা দিয়ে ওই হাসপাতালের বিভিন্ন ভবন থেকে শুরু করে গোটা চত্বরে নজরদারি করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, ওই হাসপাতালের সব ক'টি ভবনের প্রতিটি তলাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। সে জন্য সেখানে নতুন করে বসবে প্রায় ৪০০টি সিসি ক্যামেরা। যার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও প্রায় ৬০০টি ক্যামেরা বসানো হবে। সেখানে বর্তমানে ১৩০টি সিসি ক্যামেরা। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে নজরদারির দায়িত্বে রয়েছে প্রায় ৩০০টি ক্যামেরা। সেখানে আরও ৮০০টি সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা। এসএসকেএম হাসপাতালে প্রায় ১২০০টি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে নজরদারি করা হয়। সেখানেও আরও সিসি ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ ছাড়া, এম আর বাঙুর হাসপাতাল, বিসি রায় শিশু হাসপাতাল-সহ শহরের বহু হাসপাতাল চত্বরেই সুরক্ষার স্বার্থে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এ জন্য পুলিশের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

থ্রেট কালচারের আঁচ পড়ল সিইএসসি'তেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের এবার থ্রেট কালচারের অভিযোগ সিইএসসিতেও। এই অভিযোগ ঘিরে সরগরম সিইএসসি-র একাধিক অফিস। এই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার ধর্মতলায় সিইএসসি-র প্রধান কার্যালয়-সহ একাধিক অফিসে গিয়ে ফিরতে হয় গ্রাহকদের। জানানো হয়, সার্ভার কাজ করছে না। তবে সূত্রে খবর, সিইএসসি-র বিভিন্ন অফিসে কর্মীদের একাংশ কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত সিইএসসির এক মহিলা কর্মীর অভিযোগ ঘিরে। ওই মহিলা কর্মী অভিযোগ করেন, তিনি বদলির আবেদন করেছিলেন। সেই বদলির জন্য তাঁর কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়। তিনি এর বিরুদ্ধে সরব হলে তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। ওই মহিলা বিভিন্ন মহলে বিষয়টি জানালে তিনি বাড়ির কাছে পোস্টিং পান। এরপর সোমবার নতুন অফিসে যোগ দিতে চান তিনি। অভিযোগ, তখন সেখানকার তৃণমূল সমর্থিত কর্মীরা তাঁকে বাধা দেন। ওই মহিলা উল্টোডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলেও এফআইআর নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর তিনি জিডি করেন। এবং অনলাইনে সমস্ত ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। ওই মহিলা কর্মচারির মূল অভিযোগ, সমীর পাঁজার বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সমীর পাঁজা সিইএসসির তৃণমূলের শ্রমিক নেতা।

এদিকে সূত্রে খবর, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এক মিছিলে হেঁটেছিলেন ওই মহিলা। শুধু ওই মহিলা নন, শুভজিৎ দত্ত নামে আর এক কর্মী আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে হেঁটে ছিলেন।

অভিযোগ, পরদিন অফিসে গেলে তাঁকে বলা হয়, আর অফিসে আসতে হবে না। কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানায়, ওই কর্মীকে অফিসে ঢুকতে দিতে হবে।

তৃণমূলের শ্রমিক নেতা সমীর পাঁজা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে এও জানান, 'আমি কাউকে থ্রেট দেইনি। উল্টে আমাকেই থ্রেট দেওয়া হয়েছে। ওই মহিলা আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।' তবে কীভাবে তাঁকে ফাঁসানো হবে, এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তৃণমূলের শ্রমিক নেতা কিছু বলতে পারেননি। সমীর পাঁজার পাশে দাঁড়িয়ে ওই মহিলার বিরুদ্ধে সরব হন একাধিক মহিলা কর্মীও।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত এক মহিলা কর্মী জানান, ওই মহিলাকে যতক্ষণ রাখা হবে, তাঁরা কাজ করবেন না। কারণ, ওই মহিলার জন্য তাঁরা অসুরক্ষিত অনুভব করছেন। এই প্রসঙ্গেই খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তাঁরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করছেন না কেন তা নিয়েও। উত্তরে জানানো হয়, 'ওই মহিলার যাতে চাকরি না চলে যায়, তাই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

এদিন, ধর্মতলায় সিইএসসির প্রধান কার্যালয়ের সামনে তৃণমূল সমর্থক সিইএসসি-র কর্মীরা জোড়ো হন। একাধিক অফিসে কর্মবিরতির জেরে সমস্যায় পড়েন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের বলা হয়, সার্ভার ডাউন। তাই কাজ হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে কিছু বলতে চায়নি। পরিষেবা না পেয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যেতে হয় গ্রাহকদের। এদিকে সিইএসসি-তে থ্রেট কালচারের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'এখন সব কিছুই থ্রেট কালচার বলে চালিয়ে দিচ্ছে। দিলীপ ঘোষকে নিজ কেন্দ্রে টিকিট দিল না বিজেপি। এটাও থ্রেট কালচার।'

সম্পাদকীয়

রাজনীতিকরা নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারেকাছে না গিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে

যে-হেতু পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এই সরকার, তাই সে যা বলবে, যা করবে, সব ঠিক। বাকিরা যে যা-ই বলুক, সেটা ভুল; এ রকম ভেবে নেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এই কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁসির কথা, এনকাউন্টারের কথা এসেছে। আর জি করের বিচার চাই; সবাই বলছে। কিন্তু নাগরিক সমাজের চাওয়া, বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিচার চাওয়া, আবার শাসক দলগুলোর বিচার চাওয়া; সব কি এক? কার কাছে কে বিচার চাইবে? খাস কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালের ভিতরে এক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এক কর্তব্যরত চিকিৎসককে। সুতরাং, রাজ্যের শাসক দলের কাছেই তো বিচার চাইবে জনগণ। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি, পুলিশ মন্ত্রীও তিনি, আবার মুখ্যমন্ত্রীও তিনি। আবার প্রধান বিরোধী দল যে রাজ্যগুলোতে শাসক, সেই সব রাজ্যেও আকছার এমন ঘটনা ঘটেছে। তার বিচার কতটা পাওয়া গিয়েছে, দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, ঘটনা যা ঘটছে, তার জন্য যে বা যারা দায়ী, তারা কোনও না কোনও ভাবে শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ। ফলে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। এমনকি টাকার বিনিময়ে মুখ বন্ধ করাতে চাওয়া, সাক্ষীদের দুর্ঘটনায় আহত, নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আসামিদের ধরতে গড়িমসি করা হয়, ধরলেও তারা জামিন পেয়ে যায় সহজেই, তাদের আবার মালা পরিয়ে মিছিল বার করে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সত্যিই যদি সকলে এক সঙ্গে বিচার চাইত, তা হলে ঘটনা ঘটার পর থেকে এত বাহানা, এত অসঙ্গতি, এত প্রশ্নচিহ্ন কি থাকত? সমাজের নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী, সে দিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর খেয়াল আছে কি? পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির প্রভাব যে ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মদতে ঘটে চলেছে, তা কি রোধ করতে কোনও ব্যবস্থা করা যায় না? দুর্নীতি রোধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা উচ্চ স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিতে পারতেন না? শিক্ষাব্যবস্থাও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কল্যাণে আজ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবনমনের ফলে সমাজের মধ্যে থাকা বিবেক ও মনুষ্যত্বকে তা ধ্বংস করে দিতে চাইছে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি যাচ্ছে। সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কিন্তু ধনবাদী যুগে রাজনৈতিক দলগুলো উদ্যোগপতিদের সেবা করতে গিয়ে এক দিকে দেশের সমস্ত জনতাকে ছিবড়ে বানিয়ে দিচ্ছে, অন্য দিকে নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারেকাছে না গিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঝখানে ধনীর ধনসম্পদ বাড়ছে শুধু নয়, বেশির ভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে সঞ্চিত হচ্ছে। পরিণামে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো নষ্ট হচ্ছে, লিঙ্গ অসাম্য বাড়ছে।

শব্দবাণ-৫৫

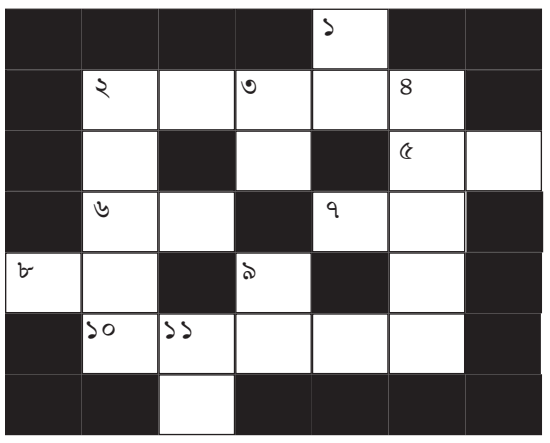

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনা বেতনে কাজ করা ৫. টাকা ৬. কাছের পুজোর জায়গা ৭. মাত্র, কেবলৎ ৮. ঝোলের ভাব, আনতি ১০. প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজির সমাধিক্ষেত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মিষ্টি ২. অনভিলাষী, অনিচ্ছুক ৩. পৃথিবী ৪. পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ৯. সংকট, বিপদ ১১. যুদ্ধসংক্রান্ত, সামরিক।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৪

পাশাপাশি: ১.অবৈধ ৩. আনাজ ৫. কাঞ্চন ৬. তামাম ৭. চরম ৯. পায়স ১১. লঙ্ঘন ১২. বরজ।

উপর-নীচ: ১. অলকা ২. ধরন ৩.আলতা ৪. জখম ৭. চটুল ৮. মশান ৯. পাটব ১০. সরোজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

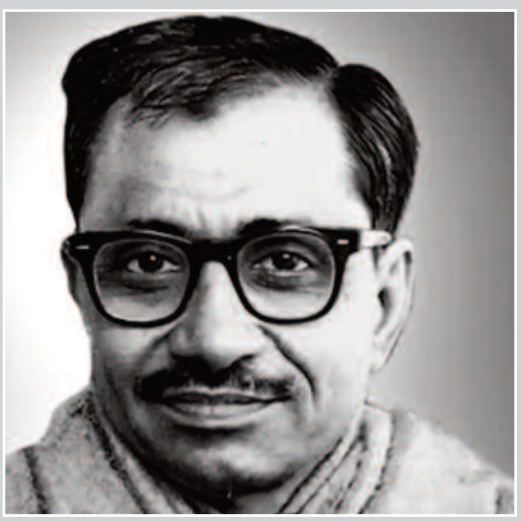

দীনদয়াল উপাধ্যায়

১৯১৬ *আরএসএসের চিন্তক দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফিরোজ খানের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিষেণ সিং বেদির জন্মদিন।*

নৃশংসতম

যুধিষ্ঠির

আরজি কর হাসপাতালে আট/নয় আগস্টের ঘটে যাওয়া তারিখের নৃশংসতম ঘটনাটা কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে দুটো বিষয়ের ওপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। প্রথমটা হল গিয়ে নারীসুরক্ষা। কারণ নিজস্ব ক্ষেত্রে এমনকি নিজের ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই যদি কর্তব্যরত কোনও মহিলা চিকিৎসক সুরক্ষিত না থাকেন, তবে তো তিনি নিজের বাড়ির মধ্যেও সুরক্ষিত থাকতে পারবেন কিনা জানা নেই। দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। কারণ সরকারি হাসপাতালে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে চলে আসা ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে অর্থের বিনিময়ে পাশ করানোর অভিযোগটাও কিন্তু মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে সাধারণ মানুষের ওপর। সুতরাং এই ঘটনা শুধু সরকারি নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যেই ঘুণ ধরে যাওয়ার একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আরজি করের নৃশংসতম ঘটনার তদন্ত চলাকালীন কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে না। এফআইআর করতে এত দেরী হল কেন, কেনইবা পোষ্ট মর্টেম করতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। এছাড়া প্রমাণ লোপাট করার ভুরি ভুরি অভিযোগ সামনে আসছে। কথা হল হাসপাতালের দুর্নীতির প্রমাণগুলো কিন্তু আগে লোপাট করা যেত, এমনকি আইপিএসদের নিয়ে কমিটি গঠনও দেখা যেত কিনা জানা নেই। এবং এতজন লোকের সাত সকালে আরজিকরে এসে হাজির হওয়াটাও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু মনে হচ্ছে না নিখুঁত কোনও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিষ্ঠুরতম এই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে আট/নয় তারিখ ভোর রাতে কি কোনো কারণে আচমকাই ব্যাপারটা ঘটেছে, যার ফলে ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সকালে ডাকা হয়েছিল, যে ছবিটা ভাইরাল হয়েছিল এবং আমরা সবাই দেখেছিলাম। নিখুঁত পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হলে এমনটা তো হওয়ার কথা নয়।

অন্য দিকে একথাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই ধরনের (ধর্ষণ খুন ইত্যাদি) কুকর্ম ঘটানোর একটা পরিকল্পনা সম্ভবত ছিল। প্রশ্ন হল সেই পরিকল্পনা ঠিক কি ছিল, অন্য কোথাও ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল কি? এই ধরনের ঘটনা কিন্তু অন্য কোথাও ঘটানোই স্বাভাবিক ছিল। কারণ এর আগেও কিছু হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যা ঘটে যাওয়ার অভিযোগ শোনা গেছে এই হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষের সম্পর্কে। তাই প্রশ্ন হল কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হল যে এই ধর্ষণ এবং খুনের মত ঝুঁকিপূর্ণ ন্যাক্কারজনক কাজ হাসপাতালের মধ্যেই সেরে ফেলা হল, যেরকম হয়তো মূল পরিকল্পনায় ছিল না, জানা নেই। কারণ সরকারি হাসপাতালের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে তো নিশ্চিতভাবেই দুর্নীতিবাজদের ঝুঁকি অনেকটা বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ এতে হাসপাতালের নাম জড়িয়ে গিয়ে অনেক দুর্নীতির কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট, যেটা হতে দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকে আবার চৌদ্দই অগস্ট রাতে আরজিকর হাসপাতালের ওষুধের স্টোরে ভাঙচুর সম্ভবত করা হয়েছিল জাল ওষুধ ইত্যাদির প্রমাণ লোপাট করতে, কিন্তু এমার্জেন্সি ভাঙ্গা হলো কেন? কোনও নথি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কি, নাকি অন্য কোনো কারণে, তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অতীতে দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলোকে কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। দিল্লির নির্ভয়া কান্ড অথবা হাথরাস, কামদুনি, হাঁসখালি এবং উন্নাওতে প্রাথমিকভাবে ঘটেছিল গণধর্ষণ। তারপর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে হত্যা করা হয়েছিল নির্যাতিতা মহিলাদেরকে। পক্ষান্তরে আরজিকর হাসপাতালে হত্যা করাই মনে হয় ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য (হয়তোবা দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য)। পাশবিক নির্যাতনটা (যতদূর মনে হয়) করা হয়েছিল অন্য দিকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য, এখনও পর্যন্ত তাই তো মনে হয়।

অন্য দিকে এই বিক্ষোভ যে অরাজনৈতিক একথা কিন্তু অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন কখনওবা স্বাস্থ্য ভবনে, কখনও লাল বাজারের অভিমুখে আবার কখনও সিবিআইয়ের দফতরের সামনে হতে দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী আন্দোলনের দিক পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীর দিকে সোজাসুজি আঙুল না তোলাটা কিন্তু এই কথাই প্রমাণ করছে যে, এই আন্দোলন পুরোটাই অরাজনৈতিক। কারও প্রতি আন্দোলনকারীদের বিশেষ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই নেই। একথা পরিষ্কার, তাঁরা সামগ্রিকভাবে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যেই একটা আমূল পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করছেন, এবং নিঃসন্দেহে তাতে সায় আছে সাধারণ মানুষের। বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে থাকা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিশালকায় এই বিক্ষোভ কিন্তু এই কথাই প্রমাণ করছে।

সার্বিকভাবে কিন্তু একথাই প্রমাণ হচ্ছে, এই রাজ্যে আগে থেকেই একটা বারুদের স্তূপ জমা হয়েছিল (যেটা আগে বোঝা যায় নি)। আরজি করের ঘটনা সেই বারুদের স্তূপে একটা আগুনের ফুলকি ফেলেছে মাত্র, যার বহিঃপ্রকাশ হল গিয়ে এই গণ আন্দোলন বা জনরোষ। প্রশ্ন হল, এখন যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই এই পাশবিক নির্যাতন এবং হত্যার কিনারা করা শেষ পর্যন্ত করা সম্ভব হলো না, এবং সমস্ত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু তাহলেও এই বারুদের স্তূপের আগুন পুরোপুরি নেভানো যাবে তো? সেটাই কিন্তু দ্রষ্টব্য।

অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

এস ডি সুব্রত

অনেক মানুষের ভিড়ে জন্ম নেয় একজন ক্ষণজন্মা দেশপ্রেমিক বিপ্লবী মানুষ। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কাহিনী আমাদের দেশে নতুন নয়। যুগে যুগে বীর সন্তানেরা নিজের রক্তের বিনিময়ে দেশকে মুক্ত করেছেন। নিজের জীবনের চেয়ে দেশের মানুষের কথা ভেবেছেন তাঁরা। এখানে নারী পুরুষ যোগ দিয়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে। দেশের জন্য জীবন দিয়ে যে নারীরা অমর হয়ে আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিপ্লবী অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১৯১১ সালের ৫ই মে, বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার ধলাঘাট গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন প্রীতিলতা। মেয়ের গায়ের রং কালো, তখন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন আত্মীয়স্বজনরা।

ভারতবর্ষে আজো মানুষের গায়ের রং যে তার ভবিষ্যতের কিছু ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তার ব্যতিক্রম সে সময়েও ছিল না। সবাই যখন এরকম এক মেয়েকে নিয়ে হা-হুতাশ করছে, তখন মা তার নাম রাখলেন 'রানী'। বললেন, 'আমার এই কালো মেয়েই একদিন তোমাদের মুখ আলো করবে'। সেদিনের এই ছোট্ট মেয়েটি আর কেউ নন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম চেনা মুখ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলত ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় প্রীতিলতা ছিলেন শিক্ষকদের প্রিয়। তাঁর প্রিয় শিক্ষক ঊষাদিই একদিন প্রীতিলতাকে 'ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই' নামের একটি বই পড়তে দেন। বইটি প্রীতিলতা ও তার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু কল্পনা দত্তের মনোজগতকে দারুণভাবে আলোড়িত করে, ছোটবেলা থেকে লালিত বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্নের স্থানে জায়গা করে নেয় বিপ্লবী হওয়ার স্বপ্ন। এই সময় ঘটে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৩ এর ১৩ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের টাইগার পাস নামক জায়গায় মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সদস্যরা সরকারি কর্মচারীদের বেতনের জন্য নিয়ে যাওয়া ১৭,০০০ টাকা ছিনতাই করে নেয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পুলিশের অতর্কিত হামলায় গ্রেফতার হন সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় রেলওয়ে ডাকাতির মামলা। এই ঘটনার পরের বছরেই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামক এক জরুরি আইনে বিনা কারণে বিপ্লবী সদস্যদের আটক করা শুরু হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপ্লবীদের প্রকাশনাসমূহ। এরকম সময়ে একদিন প্রীতিলতাদের বাড়িতে আসেন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, বিপ্লবী দলের কর্মী। তিনি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কিছু বই প্রীতিলতার কাছে গোপনে রেখে গেলে কৌতূহলবশত প্রীতিলতা বইগুলো খুলে দেখে এবং একে একে পড়ে ফেলে 'বাঘা যতীন', 'দেশের কথা', 'ক্ষুদিরাম' আর 'কানাইলাল'। সেই বয়সেই বইগুলো প্রীতিলতার চিন্তাজগতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তখন তিনি সবে দশম শ্রেণির ছাত্রী। তখন থেকেই তিনি দেশের কাজে অংশগ্রহণের কথা ভাবতে শুরু করেন। কিছুদিন পর তার সেই বিপ্লবী দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাদের বাড়ি এলে প্রীতিলতা জানান যে তিনিও বিপ্লবী হতে চান। কিন্তু তখন পর্যন্ত দলে কোনো নারী সদস্য নেওয়া হতো না। ফলে, প্রীতিলতারও যোগ দেওয়া হলো না বিপ্লবী দলে। কিছুদিন পরেই লেটারমার্ক সহ ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়তে যাওয়ায় বিপ্লবী দলে যোগদানের একটা সম্ভাবনার দ্বার জন্য খুলে যায় তার জন্য। ঢাকায় সেসময় 'শ্রীসংঘ' নামে একটি বিপ্লবী দল ছিল। আর 'দীপালি সংঘ' নামে ছিল শ্রীসংঘের একটি নারী শাখা। এই শাখার নেত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা নাগ। 'দীপালি সংঘ' মূলত শ্রীসংঘের নেতৃত্বে গোপনে মেয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলত। ইডেনে পড়ার সময় দৃঢ় মনোবল ও দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখে তারই এক শিক্ষিকা তাকে দীপালি সংঘের সদস্য হওয়ার কথা বলেন এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় তাকে সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটা ফর্ম দেন।

বাড়ি ফেরার পর প্রীতিলতা ফর্মটি তার বিপ্লবী দাদাকে দেখালে দাদা সেটি নিয়ে সূর্য সেনের সাথে দেখা করেন। ততদিনে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বিনা বিচারে আটকে থাকা নেতারা একে একে মুক্ত হয়ে ফিরে আসছেন। দীপালি সংঘের ফর্মটি দেখে সূর্য সেন বিপ্লবে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে প্রীতিলতাকে গোপনে দলের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বলেন, প্রীতিলতা চাইলেই দীপালি সংঘের সদস্য হতে পারবেন। এবার ঢাকায় ফিরে দীপালি সংঘে যোগ দিয়ে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন প্রীতিলতা। ১৯২৯ সালে আইএতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়তে যান প্রীতিলতা। বেথুন কলেজে পড়ার সময় প্রীতিলতা জানতে পারেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, চট্টগ্রামের আরেক বিপ্লবীর কথা। যিনি তখন ফাঁসির আসামী হিসেবে জেলে আছেন। তার কথা শোনার পর থেকে প্রীতিলতা অস্থির হয়ে ওঠেন, তার সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু কোনো বিপ্লবীর সাথে সরাসরি এভাবে দেখা করা ছিল বিপজ্জনক। তাই শেষমেশ আরতি ছদ্মনামে রামকৃষ্ণের দূরসম্পর্কের বোনের পরিচয় নিয়ে প্রীতিলতা তার সাথে দেখা করতে যান। এরপর যতদিন রামকৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন, ততদিনে অনেকবার গেছেন প্রীতিলতা তার সাথে দেখা করতে।

রামকৃষ্ণের সাথে দেখা হওয়ার দিনগুলোর মধ্যেই প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্ত বেশ কয়েকবার কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে ফেরার পথে লুকিয়ে বোমার খোল নিয়ে গেছেন। পৌঁছে দিয়েছেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কাছে। সবার সাথে বোমা বানিয়েছেন। বিপজ্জনক কাজ বলে মাস্টারদা তাকে অনেকবার নিষেধ করেছেন, কিন্তু প্রীতিলতা নিষেধ শোনেননি। তিনি বলেছেন, 'ওরা পারলে আমিও পারব।' বোমার গান-কটন কেনার জন্য গায়ের সামান্য গয়নাটুকুও তিনি তুলে দিয়েছেন বিপ্লবীদের হাতে। ১৯৩২ সালে বিএ পরীক্ষার পর বাড়ি এসে প্রীতিলতা দেখেন, বাবার চাকরি নেই। এমতাবস্থায় তাকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়। নন্দনকানন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার চাকরি পান তিনি। নিজের কাজ নিয়ে ভালোই সময় কেটে যাচ্ছিল তার, কিন্তু সবসময় মাথায় ছিল মাস্টারদার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা। এদিকে চট্টগ্রামে থাকা কল্পনা দত্তের সাথে অনেক আগেই মাস্টারদার সাক্ষাৎ হলে কল্পনা তাকে প্রীতিলতার আগ্রহের কথা বলেন। সব শুনে মাস্টারদাও তার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩২ সালের ১২ জুন, মাস্টারদা লোক পাঠিয়ে প্রীতিলতাকে বাড়ি থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। সেদিন সাবিত্রী মাসির বাড়িতে আরো ছিলেন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন । কিছুদিন আগেই ইংরেজ সরকার মাস্টারদা এবং নির্মল সেনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রীতিলতা সাবিত্রী মাসির বাড়িতে আসার পর অনেক কথাবার্তা শেষে তারা দু'জন যখন নিচে রান্নাঘরে খেতে বসেছেন, ঠিক সেই সময় বাড়িতে মাস্টারদা আর নির্মল সেনের উপস্থিতির গোপন খবর পেয়ে কাছের ক্যাম্পের অফিসার ইন চার্জ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন দলবল নিয়ে আক্রমণ করেন। এতে পুলিশের সাথে বিপ্লবীদের ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়। ফলস্বরূপ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন এবং নির্মল সেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ওদিকে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে মাস্টারদা, প্রীতিলতা আর অপূর্ব সেন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে মারা যান অপূর্ব সেন। মাস্টারদা আর প্রীতিলতা সেই অন্ধকার রাতে কচুরিপানা ভর্তি পুকুরে সাঁতার কেটে, কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ওদিকে সেই রাতের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের সাথে থাকা পুলিশের আই.এস মনোরঞ্জন বোস ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আরো সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাবিত্রী মাসির বাড়িতে ফিরে এসে বাড়িটিকে ধ্বংস করে দেয় এবং পরদিন সকাল বেলা বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে সাবিত্রী দেবী ও তার ছেলেমেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এরকম অবস্থায় মাস্টারদা প্রীতিলতাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলে ৫ জুলাই বীরেশ্বর রায় এবং মনিলাল দত্তের সাথে আত্মগোপন করেন প্রীতিলতা। ১৩ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার অন্তর্ধান ও বেঙ্গল পুলিশের অনুসন্ধানের খবর। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে ছিল ইংরেজদের প্রমোদকেন্দ্র পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব। ১৯৩০ সালেই এই ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা থাকলেও তা করা হয়নি। কিন্তু তার প্রায় দুই বছর পর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। শেষে তরুণ বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবীকে ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এর কিছুদিন পরই ব্যর্থতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেন। আক্রমণের প্রথম ব্যর্থতার পর দলের নেতা নতুনভাবে কাজটির ছক সাজানোর চিন্তা করেন। নতুন একটা দল পাঠাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন মাস্টারদা, আর সেই দলের নেত্রী করবেন একটি মেয়েকে। আর সেই মেয়েটি ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে জানিয়ে দিলেন, ১৯৩২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর রাতে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেত্রী তিনি। প্রীতিলতার মনে তখন উত্তেজনার ঝড়। পূর্বে বহুবার তিনি চেয়েছেন, এরকম কোনো অভিযানে যোগ দিতে। এতদিনে তার সে সুযোগ এসেছে। মূল ঘটনার পূর্বে কিছুদিন কাট্টলীর সাগরপাড়ে প্রীতিলতা ও তার সঙ্গীদের অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ চলে। প্রীতিলতা ও তার সাতজন সহযোদ্ধা সামরিক পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সূর্য সেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করেন ইউরোপিয়ান ক্লাবে দিকে। পূর্বনির্ধারিত স্থানে পজিশন নেওয়ার পর বাবুর্চির সংকেতে অপারেশন শুরু করেন প্রীতিলতা ও তার দল। ক্লাবের বাইরে পাহারায় থাকা পুলিশেরা আক্রমণ হওয়ার সময়েই পালিয়ে যায়। গুলি ও বোমা ছুঁড়ে বেশ কিছু মানুষকে হতাহত করেন বিপ্লবীরা। ভেতরে থাকা আহত ইংরেজরাও এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। খুব অল্প সময়েই সব ঠিকমতো শেষ হয়ে গেলে দলবল নিয়ে প্রীতিলতা ফেরার পথে পা বাড়ান। সামরিক নিয়ম অনুসারে দলের সবাইকে আগে পাঠিয়ে পেছন পেছন হেঁটে আসতে থাকেন প্রীতিলতা। ফেরার রাস্তার পাশেই ছিলো একটা নালা। ক্লাব আক্রমণের সময় সেখান থেকে পালিয়ে আসা এক ইংরেজ লুকিয়ে ছিল সেই নালার মধ্যে। এর আগে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর থেকেই ইংরেজরা সবসময় সাথে কোনো না কোনো অস্ত্র রাখত। নালায় আত্মগোপনরত ওই ইংরেজ সাহেবের কাছেও ছিল একটা রিভলবার জাতীয় অস্ত্র। নালার ভেতর শুয়েই এক বিপ্লবীকে খুব কাছ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে রিভালবার থেকে গুলি ছোঁড়ে ওই ইংরেজ। গুলি এসে লাগে প্রীতিলতার বুকে, সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ঠিক করে ফেলেন নিজের শেষ কর্তব্য। এরকম কোনো অভিযানে অনেকসময় সৈনিকদের সাথে পটাসিয়াম সায়ানাইড দিয়ে দেওয়া হয়। যদি এমন পরিস্থিতি আসে, যখন সে শত্রুর কাছ ধরা পড়ে যাচ্ছে — তখন তার কাজ হচ্ছে, নিজে নিজে মরে যাওয়া। প্রীতিলতা সেই সময় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরন করেন। এভাবেই একজন বীর দেশপ্রেমিক বিপ্লবী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন।

আনন্দকথা

সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয় — তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, — সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়। এই কথা শুনিয়া মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

মণি আবার গম্ভীর হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়।

''তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশি হলে বলে, 'আমিই কালী'।

''গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ।'

''তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে দেখা যায়, যেমন — প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।''

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার মৃত্যুর অভিযোগে বিজেপির ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চিকিৎসার গাফিলতির কারণে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনায় হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখ াতে থাকে রোগীর পরিবার। পরে হাসপাতাল সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্বরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মামনি বর্মন (৩০)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চকরাম এলাকায়। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। সোমবার গভীর রাতে পেট ব্যথা নিয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মামনির। তাঁর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, চিকিৎসক দেরিতে আসার ফলে এবং ভুল ইনজেকশন দেওয়ার কারণেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার পরিবারের লোকেরা।

এ বিষয়ে মৃতার দাদা কর্ণ বর্মনের দাবি, 'চিকিৎসার গাফিলতির কারণে আমার বোন মারা গিয়েছে। সঠিক সময় চিকিৎসক আসেননি। পাশাপাশি ভুল ইনজেকশন দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখি ত অভিযোগ দায়ের করেছি।' অন্যদিকে, এদিন চিকিৎসার গাফিলতি অভিযোগ তুলে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল এবং সুপারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। হাসপাতাল সুপারের অফিস ঘেরাও কর্মসূচির সময় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি শুভ চক্রবর্তী, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী ষষ্ঠী বসাক (ভট্টাচার্য) সহ আরও অনেকে।

এ বিষয়ে বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তীর দাবি, 'পেটের ব্যথা নিয়ে গতকাল রাতে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল মামনি বর্মন। ভর্তি হওয়ার পর তাঁকে চিকিৎসক দেখতে আসেনি। অনেকবার কল করার পরও চিকিৎসক আসেননি। সকালে আমরা জানতে পারি ভুল চিকিৎসার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বালুরঘাট হাসপাতালে এরকম ঘটনা বারবার ঘটছে। অবিলম্বে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' এ বিষয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলে উচ্চপর্যায়ে তদন্ত করে দেখা হবে। কোনও রকম গাফিলতি প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

উলুবেড়িয়ায় বিস্ফোরণে মৃত এক, জখম ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামে রহস্য বিস্ফোরণে জখম হয় পাঁচ জন। তাদের অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। জানা গিয়েছে এদিন বিকেলে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামে একটি বাড়িতে রহস্য বিস্ফোরণ হয়। জখমদের মধ্যে আপাতত দু'জনের নাম জানা গিয়েছে। তাদের নাম শেখ শামসুর এবং শেখ হালিম। এদের মধ্যে রাতে শেখ হালিমের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলে বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। টালির চাল উড়ে যায়। এরপরই এলাকার লোকজন বিস্ফোরণ হয়েছে বুঝতে পেরে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। তবে ঠিক কি ধরণের বিস্ফোরক ছিল ওই বাড়িতে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। এদিকে এই ঘটনার পরেই এলাকার মানুষ মুখে কুলুপ এঁটেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বন্যাদুর্গত খানাকুলে কৃষি ঋণমকুবের দাবি কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবারে খানাকুলের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দেখা গেলো জাতীয় কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি সড়ক পথে খানাকুলের নন্দনপুর এলাকায় এসে হাজির হন। এখানে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নৌকো করে প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

খানাকুলের জগৎপুর, নন্দনপুর, বাঁকানগর, রাধাকৃষ্ণপুর, রাজহাটি সহ একাধিক এলাকায় যান। জল পেরিয়ে জলমগ্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি ত্রাণসামগ্রী দেন। বানভাসি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। এর পরে তিনি সোজা চলে আসেন খানাকুলেরই তেঁতুলিয়া গ্রামে। এখানেও ত্রাণসামগ্রী দেন কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিকে বন্যার মধ্যেও অধীর চৌধুরীকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলেন বহু মানুষ। তাঁরা জমায়েত হন এলাকায়। অধীরবাবু তাদের সঙ্গেও কথা বলেন।

তেঁতুলিয়ায় এসে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'খানাকুলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি হস্তক্ষেপ। খাদ্য, পানীয়, ঔষধ দরকার। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা হল কৃষি নির্ভর। তাদের ক্ষতিপূরণ দরকার। শস্যবিমার দরকার। জমিতে নতুন করে চাষ করার জন্য ঋণ দেওয়ার দরকার। আগে যে কৃষি ঋণ ছিল তা সবই মকুব করা দরকার। আমি হলে সেই কথাই বলতাম। ঋণ নিয়ে যারা যা কিছু চাষ করেছিলেন তা সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমস্ত এলাকাগুলিকেই ঋণ মুক্তি ঘোষণা করা উচিত।'

বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যখন এই জলটা নামবে, তখন বিভিন্ন রোগ শুরু হয়ে যাবে। তার জন্য চিকিৎসার দরকার। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার। এখানে ঔষধগুলিও জাল। এমনই জাল যে ঔষধ দেওয়ার পরে রোগীর মৃত্যু হয়। আগামী দিনে এমন হবে, হাসপাতালে রোগী সব খাবে, কিন্তু ঔষধ খাবে না। ছোটখ াটো ব্যবসায়ীরাও শেষ হয়ে গিয়েছে। যাদের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের অর্থ দিতে হবে।

কংগ্রেস নেতা অধীরবাবু আরও বলেন, 'আমি এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। আমাদের কোন ঝান্ডা বা পতাকা নেই। আমরা ভুকমারি লোক। যা পেয়েছি নিয়ে এসেছি। বেশি টাকা থাকলে রান্না করে খাইয়ে যেতাম। আমার কাছে কোন পয়সা নেই। আমি বিপিএল এমপি ছিলাম। এখন এম পিও নেই। এখন আমি বিপিএল নেতা। আল্লার কসম, ভগবানের দিব্বি, আমি এখানে রাজনীতি করতে আসিনি।' তবে আরজি কর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কালকে ধর্নায় বসব। তার জন্য হাইকোর্টে অনুমতির জন্য আবেদন করেছি।'

মুখ্যমন্ত্রী অনুব্রতের সঙ্গে দেখ াই করলেন না, এই প্রশ্নে তিনি বলেন, 'দিদিমণি যাকে যখন কাজে লাগে, তখন তাকে কাজে লাগায়। কাজ করলেই কাজি, আর কাজ ফুরালেই পাজি। অনুব্রত এখন ছোঁয়াচে রোগ। তাই তাকে সাইড করে দেওয়া হয়েছে।' একদিকে হাহাকার, আর অন্য দিকে লাড্ডু বিতরণ। এই প্রশ্নে তিনি বলেন, 'দেখতে অশোভনীয় লাগে। যতই হোক আমরা তো মানুষ। এটা অসভ্যতা।'

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
রেজি অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
CIN : L51433WB1960PLC024539
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
শেয়ার সার্টিফিকেট হারানো
শেয়ার সার্টিফিকেট নং ৭২৫-১২৫৭টি শেয়ার যার প্রতিটির মূল্য ২টাকা কোম্পানি ডিসটিংটিভ নাম্বার ১০৭০৪০৮৯-১০৭০৫৩৪৫, ফোলিও নং জি০০১১৪ এবং শেয়ার সার্টিফিকেট নং ৮০৬-৫০৭টি শেয়ার যার প্রতিটির মূল্য ২ টাকা, ডিসটিংটিভ নাম্বার ১০৭৪২৪৭১-১০৭৪২৯৭৭, ফোলিও নং জি০০৯৬১, গোপাল প্রসাদ বাজাজ, দারভাঙা, বিহার এর নামে নথিভুক্ত হারিয়ে গেছে। এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির কাছে বৈধ আপত্তি দায়ের করা না হলে উক্ত মূল শংসাপত্রের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের নামে একটি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট জারি করা হবে। পূর্বোক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের সাথে কোন প্রকার লেনদেন করার বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে।
এজিআই গ্রিনপ্যাক লি.-এর পক্ষে
তারিখ : ২৪.০৯.২০২৪ ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি

সিবিআই চিঠি পাঠিয়েছে কোন্নগর পুরসভাকে, ধন্দে খোদ পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সিবিআই চিঠি পাঠিয়েছে কোন্নগর পুরসভাকে। চিঠির সত্যতা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন খোদ পুরপ্রধান। পুরপ্রধান স্বপন দাস জানিয়েছেন, গত ১৭ তারিখ ডাক মাধ্যমে একটি চিঠি আসে কোন্নগর পুরসভায়। যে চিঠি পাঠিয়েছে সিবিআই। সেখানে উল্লেখ রয়েছে সুভাষচন্দ্র ভাদুড়ি ওরফে বাপ্পা ও তাঁর দলবল নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে সিন্ডিকেট রাজ চালাচ্ছে। এরপরই পুরসভা তদন্ত করে দেখে পনেরো দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের স্ট্যাম্প লাগানো এই চিঠি নিয়েই শুরু হয়েছে শোরগোল। চিঠিটি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে উত্তরপাড়া থানাকেও।

থানার আইসি জানিয়েছেন, এমন কোনও চিঠি থানায় আসেনি। তাই ধন্দ বেড়েছে। পুরপ্রধান বলেন, 'পুরসভার কাছে ১৭ তারিখ এই চিঠি এসে পৌঁছেছে। ১০ তারিখ চিঠি লেখা হয়েছে দিল্লির সিবিআই-এর সদর দপ্তর থেকে। সিবিআই এই চিঠিতে ১৫ দিনের মধ্যে উওর চাওয়া হয়েছে।' পুরপ্রধান এটাও বলেছেন, 'যদি এই চিঠি সত্যি হয় তা হলেও পুরসভার এক্তিয়ার নেই এই ধরনের বিষয়ের তদন্ত করা। কারণ পুরসভার কাজ হল রাস্তা ঘাট জল নিকাশি দেখা। চিঠিতে যে ফোন নম্বর দেওয়া আছে তাতে ফোন করলে কেউ ফোন তোলেনি। চিঠি সত্যতা জানতে সিবিআই অফিসে চিঠি দেওয়া হবে।'

SBI এসবিআই সি. আর. এভিনিউ শাখা (০৭৪০৬)
১৬০বি, সি. আর. এভিনিউ, সন্মার্গ ভবন, কলকাতা - ৭০০০০৯
ই-মেল: sbi.07406@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী অখিলেশ কুমার সিং, যিনি **এসবিআই সি আর এভিনিউ শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন (০৮.১০.২০২৪) **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী অখিলেশ কুমার সিং

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৯.১০.২০২৪	বিকেল ৩.০০টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১০.১৮০ নিট ওজন ৯.১৬০	১টি সোনার চেন
২.	০৯.১০.২০২৪	বিকেল ৩.০০টা থেকে বিকেল ৪টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৮.৮০০ নিট ওজন ৭.৯২০	৪টি সোনার হাতের আংটি

তারিখ: ২৫.০৯.২০২৪
স্থান: সি আর এভিনিউ, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS FINANCE
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই -৪০০০২৫

সংশোধনী নোটিশ

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৪

রেফা : দাবি নোটিশ, সারফেসি এর ১৩ (২) ধারা অধীনে তারিখ ২৬.০২.২০২৪ উল্লেখ্য রেফারেন্স নং এএফএল/সিও/২০২৪-২৫/লিগাল/জানু/১৭।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের (এএফএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) কে ১) শ্রীমতি ছবি ঘোষ, ই-১, কলম্বিয়া স্ট্রিট, বিধাননগর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২ এবং ক্লিনি ল্যাব আয়েসবি মোড় দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০১, ২) শ্রীমতি ঋষিতা নন্দী, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থ তল, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, থানা : পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৭৫ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন আরও বিস্তারিতভাবে তপশিল এ তে দাবি নোটিশ অনুযায়ী বর্ণিত মতে কে ২৭,০৫,৯৩১ (সাতাশ লাখ পাঁচ হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা) টাকা বকেয়া ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতবেক হারে সুদ এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য ২৬.০২.২০২৪ তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত দাবি নোটিশ এবং পরবর্তীতে "হিন্দু বিজনেস লাইন" এবং "একদিন" (বাংলা) সংবাদপত্রে ১৯.০৬.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়।

সংশ্লিষ্ট উক্ত দাবি নোটিশ এবং সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট **তপশিল এ** অধীনে জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত সংশোধনী প্রকাশ বিষয়ক।

সংশ্লিষ্ট তপশিল এ অধীনে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পদ সম্পত্তির সঠিক বিস্তারিত পড়তে হবে "**বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থ তলে, 'নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট', প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।**"

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**শিবব্রত প্রধান,** পিতা প্রয়াত অখিল চন্দ্র প্রধান, **শ্রীমতি কৃষ্ণা প্রধান,** স্বামী শিবব্রত প্রধান, **সকলের সাকিন :** হাউস নং ১, এইচআইজি-টাইপ-৩, হোল্ডিং নং ৮৭/১, খটির বাজার লেন, পো :রিষড়া, শ্রীরামপুর, পিন : ৭১২২৪৮। **শাখা : দুর্গাপুর**	ক) ২৮.০৫.২০২৪ খ) ১৮.০৯.২০২৪ গ) ৮,৫০,৩৬৭.৩৮ টাকা (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ সাতষট্টি টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা)	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শিব ব্রত প্রধান,** পিতা প্রয়াত অখিল চন্দ্র প্রধান, হাউস নং ১, এইচআইজি-টাইপ-৩, হোল্ডিং নং ৮৭/১, খটির বাজার লেন, পো : রিষড়া, শ্রীরামপুর, পিন : ৭১২২৪৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, বিক্রয় দলিল নং ০৪৫৭০/২০১৬, জেএল নং ১৫, হোল্ডিং নং ৮৭/১, পো : রিষড়া, মৌজা : মাহেশ, এরিয়া ২ কাঠা ৩৬ বর্গফুট, দাগ নং ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ১৭৩৯, ১৭৪১, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ১৭৫, ১৭৫, ১৭৫৯ ১৭৫৮, ১৭৫৯, ১৭৬০, ১৭৬১, ১৭৬২, ১৭৬৩, ১৭৬৪, ১৭৬৫, ১৭৬৬, ১৭৬৭, ১৭৬৮, ১৭৬৯, ১৭৭০, ১৭৭০/১৯২৯, ১৭৭৩, ১৭৭৪, ১৭৪, ১৭৪, ১৭৪, ১৭৪, ১৭৪ পার্ট ২, ১৭৪৩, ১৭৪৬, ১৭৭৮, ১৭৮২, ১৭৮৩, জেলা হুগলি, পিন : ৭১২২৪৮, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এইচআইজি-হাউস নং ২, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : হাউসিং বোর্ডের সীমা পাঁচিল, পশ্চিমে : হাউসিং বোর্ডের অভ্যন্তরীন সড়ক।
২.	**মালেকা বেগম,** পিতা মহ গোলাম আয়ুলিয়া, স্বামী মহ মুসা শেখ **মহ মুসা শেখ,** পিতা বানিয়ামিন শেখ, **উভয়ের সাকিন :** কলেজ পাড়া, চাকলামঠ, রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪। **শাখা : রামপুরহাট**	ক) ২০.০৫.২০২৪ খ) ১৮.০৯.২০২৪ গ) ৯,৯০,৭৯৩.৪৫ টাকা (নয় লাখ নব্বই হাজার সাতশ তিরানব্বই টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা)	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মালেকা বেগম,** পিতা মহ গোলাম আয়ুলিয়া, স্বামী মহ মুসা শেখ, কলেজ পাড়া, চাকলামঠ, রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) বিক্রয় দলিল নং ০৫৩১৪/২০১৩ এবং ০৯৮৩৪/২০১৪, প্লট নং ১৮১৩, (হাল প্লট নং ৩৩২২), আরএস খতিয়ান নং ১৫১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৮৫, মৌজা : রামপুরহাট, জেএল নং ৭৭, ওয়ার্ড নং ১৬, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সেলোন শেখের খালি জমি, দক্ষিণে : কংক্রিট পথ এবং কালি ব্যানার্জির জমি, পূর্বে : সুজিত মন্ডলের খালি জমি, পশ্চিমে : বান্টি চৌধুরীর অসম্পূর্ণ একতলা ভবন।
৩	**অমিত সিংহ,** পিতা যোগেশ্বর সিংহ, সারদাপল্লি, ওয়ার্ড নং ১৩, রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪। **মৌমিতা সিংহ,** পিতা কৃষ্ণ রঞ্জন চক্রবর্তী, সারদাপল্লি, ওয়ার্ড নং ১৩, রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩১২২৪। **শাখা : রামপুরহাট**	ক) ২০.০৫.২০২৪ খ) ১৮.০৯.২০২৪ গ) ৩,১২,৪৯৩.১৪ টাকা (তিন লাখ বারো হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা এবং চোদ্দ পয়সা)	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম অমিত সিংহ,** পিতা যোগেশ্বর সিংহ, সারদাপল্লি, সীতারাম রাইসমিল রোড,ওয়ার্ড নং ১৩, পো এবং থানা : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২৪। পশ্চিমবঙ্গ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বাণিজ্যিক ভবন) বিক্রয় দলিল নং ০৩০০৪০৫০১০। এরিয়া : ২৩০ বর্গফুট, প্লট নং ১৪৭/২৩৮৪ (হাল প্লট নং ১২০), আরএস খতিয়ান নং ১৮৯৬, এলআর খতিয়ান নং ১৭৫৯৫, ১৭৫৯৬, ১৭৭০৪, মৌজা : রামপুরহাট, জেএল নং ৭৭, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পূর্ণ সাহার খালি জমি, দক্ষিণে : রাজা শেখ এর একতলা ভবন একটি কক্ষ (চঞ্চল ফার্মেসি), পূর্বে : প্রবীর কুমার সাহা এবং প্রদীপ্ত সাহার একতলা ভবন একটি কক্ষ , পশ্চিমে : রেলগেট রোড (মেন রোড)।

তারিখ - ২৫.০৯.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, হুগলী, ৯ কে, জি.টি. রোড, উত্তরপাড়া
হুগলী- ৭১২২৩৩, ই-মেইল: sbi.64100@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
দখল বিজ্ঞপ্তি

এ/সি নং -৩৬৯০৪৫১০২৮২, ৩৬৯০৪৫৮৪৫৬২ এবং ৩৮৮৫৫২৮৫৮৯৯

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ১২.০৭.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী স্বপন সরকার ও শ্রীমতী গায়ত্রী সরকার, ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪র্থ ফ্লোর, ব্যাং নিকেতন, ৪০, আশুতোষ চ্যাটার্জি লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী- ৭১২২০১** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২২,২৫,৮৪৭/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ১২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** এবং চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ এবং দণ্ডনীয় সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ সেইসঙ্গে পূর্বোক্ত পরিমাণের চুক্তির হারে আপনি ভবিষ্যৎ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২২,২৫,৮৪৭/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ১২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মহেশ শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫মতলে, জি-৪ তলা ভবনের নাম "**ব্যাঙ নিকেতন**" ঢাকা এরিয়া ৭৬৬ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের ১৯২ বর্গফুট মোট এরিয়া ৯৫৮ বর্গফুট , আরএস দাগ নং ৩৪৫২, আরএস খতিয়ান নং ১৯০৪, এলআর দাগ নং ১০৫৯২, এলআর খতিয়ান নং ১৪২০১, অবস্থিত মৌজা : মাহেশ, জেএল নং ১৫, পুরসভা হোল্ডিং নং ৪০, আশুতোষ চ্যাটার্জি লেন, শ্রীরামপুর, হুগলি ৭১২২০১।

সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪০২, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৪০৪। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী স্বপন সরকার এবং শ্রীমতি গায়ত্রী সরকার,** উল্লেখ্য দলিল নং ১-৯১১-২০১৮ সালের, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৪৩৯২ থেকে ২৪৪২০, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ: ২৪.০৯.২০২৪
স্থান: উত্তরপাড়া, হুগলী
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
শাখা অফিস : নং ৯৩, ডি পি এস রোড, আশা অ্যাপার্টমেন্ট
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৩

পরিশিষ্ট IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, টালিগঞ্জ - ২ শাখা, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী সানি কুমার দাস পিতা শ্রী যমুনা দাস এবং শ্রী রবি কুমার দাস পিতা শ্রী যমুনা দাস উভয়ের ঠিকানা "স্বপ্নদীপ অ্যাপার্টমেন্ট", জ্ঞানেন্দ্র পল্লী, পো. অশ্বিনী নগর, থানা - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০১৫৯ (অ্যাকাউন্ট নং - ৬৯৯৭৭০৬২৪৫, সিআইএফ-৩০৩০৩১৯৪৬৮০) টালিগঞ্জ - ২ শাখা কলকাতা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩২,৫৮,৭৫২ টাকা (বত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার সাতশ বাহান্ন টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **৩৩,২১,২২১ টাকা (তেত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো একুশ টাকা) ২০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।**

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমানা	মালিক/বন্ধকদাতা
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৪র্থ তলে-এর সকল অংশ উত্তর-পূর্ব কোণার দিকে (মার্বেল মেঝে) (লিফট সুবিধা সহ জি-৩ তলা বিল্ডিং), একটি সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপ প্রায় ৯৬৫ বর্গফুট, ২ (দুই) বেড রুম, একটি (১) ডাইনিং, (১) একটি খোলা রান্নাঘর এবং ২ (দুই) টয়লেট, জ্ঞানেন্দ্র পল্লী, পো. অশ্বিনী নগর, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৯, সিএস দাগ নং ৪৫০, আরএস দাগ নং ৫৮৬ সিএস খতিয়ান নং ২৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৫১৩ এবং মৌজা - জ্যাংরা, জে.এল. নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ড নং ২৮ একত্রে উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের নীচে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সেইসাথে সাধারণ অংশগুলি অন্যদের সাথে সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি ব্যবহার করার অধিকার সহ।	**ফ্ল্যাটের সীমা : উত্তরে** : লিফট, সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ৩০১, **দক্ষিণে** : খোলা জায়গা, **পূর্বে** : খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** : খোলা জায়গা **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে** : আদিত্য মিস্ত্রির ভবন, **দক্ষিণে** : উৎপল মিস্ত্রির ভবন, **পূর্বে** : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে** : মা কালীর মন্দির।	**শ্রী সানি কুমার দাস এবং শ্রী রবি কুমার দাস**

তারিখ :২০.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
রেজি. অফিস : রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০,
শাখা অফিস : (বারাসত শাখা) : ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭
শাখা অফিস : (গরিয়া শাখা) : ২১, গরিয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গরিয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে বসবাসের প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছিল যা সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে জিআইসিএইচএফ লি.-এর অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট চূড়ান্তভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলীর অধীনে।

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঋণগ্রহীতাগণকে মোট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া মূল অর্থাঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত এবং/বা আদায় হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় ব্যর্থ হলে জিআইসিএইচএফ লি. উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ এর উপধারা অধীনে আপনারা সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয়, লিজ অথবা অন্যভাবে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না জিআইসিএইচএফএল-এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হিসেবে উক্ত আইনের ২৯ ধারা অধীনে।

সংশ্লিষ্ট নোটিশ জিআইসিএইচএফএল কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য আইনের সংস্থান অধীনে ইস্যু করেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১২ উপধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম/লোন ফাইল নং/শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**শ্রী গৌর দাস শ্রী দেবপ্রসাদ দাস, শ্রীমতি সোমা দাস শ্রী শুভেন্দু কুমার দাস WB0700610001755 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০১ বিঘা ০৬ কাঠা ০২ ছটাক অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৬, শরৎ চন্দ্র রোড, মৌজা : পূর্ব বড়িশা, আরএস দাগ নং ২৮৬৭, আরএস খতিয়ান নং ১৮২৮, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আরএস নং ৪৩, জেএল নং ২৩, ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা : হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০০৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :শ্রী শুভেন্দু কুমার দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : জমি আরএস দাগ নং ২৮৬৫।	৩১.০৮.২০২৪	২৪,৮২,৬১২/-
২.	**শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীমতি কল্যাণী চক্রবর্তী WB0700610001874 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৩, মৌজা : গঙ্গানগর,জেএল নং ৪৯, এল ও পি নং ৪৭এ, খতিয়ান নং৭৫৯, প্লট নং ৩৬০(অংশ), ওয়ার্ড নং ২৬, থানা : এয়ারপোর্ট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩২, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এল ও পি নং ৪৬, দক্ষিণে : এল ও পি নং ৪৭বি, পূর্বে : এল ও পি নং ৪৮, পশ্চিমে : সড়ক।	৩১.০৮.২০২৪	৭,৫৬,৩১৬/-
৩.	**শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষ শ্রীমতি নীলিমা বিশ্বাস WB0700110001518 এবং WB0700110002057 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৮ ছটাক ০০ বর্গফুট ৯ শতক থেকে অবস্থিত মৌজা : ফিঙ্গা, প্লট নং ১-এ, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৫৫, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৮০, নিউ এলআর খতিয়ান নং ২৭৪৫, তৌজি নং ১৭২, আরএস নং ১০৭, জেএল নং ৪, হোল্ডিং নং ৫৮৮, ছোটা ফিঙ্গা, থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪৯, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি প্লট নং ১,দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : জমি প্লট নং ২, পশ্চিমে ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১০.০৭.২০২৪	১৪,০৩,৪৩৬/-
৪.	**শ্রী রজত সমাদ্দার শ্রীমতি তনিমা সমাদ্দার WB0700610002182 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	ফ্ল্যাট ২য়তলে, পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮৭/১২/২৪০ডি/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, ডাক ঠিকানা : ডি/৮৭/১, রামগড় কলোনি, প্লট নং ৪৬৯এ এবং ৪৬৯বি, এস পি নং ৪৩৮/১, এবং ৪৩৮/২, সিএস প্লট নং ১২৩২(অংশ), মৌজা : রায়পুর, জেএল নং ৩৩, ওয়ার্ড নং ১০০, থানা : নেতাজি নগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪৭। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কলোনি, পূর্বে : ই পি নং ৪৭০, পশ্চিমে : ই পি নং ৪৬৯।	৩১.০৮.২০২৪	৮,৯৫,২৫৮/-
৫	**শ্রী মুনমুন দাস WB0700610003432 (গড়িয়া শাখা অফিস)**	ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৪৯, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৭৫৬, আরএস দাগ নং ৭৪৮, সিএস খতিয়ান নং ১৩৩১ এবং ১৩৭২, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৩৯, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, থানা : পর্ণশ্রী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬০। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :১১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী এস দত্ত এবং শ্রীমতি এন রায়ের ভবন, পূর্বে : শ্রী নিমাই রায় এর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : শ্রী পরিমল গুহ এর জমি এবং ভবন।	৩১.০৮.২০২৪	১৭,৪৬,৭৬৮/-
৬	**শ্রী ভোলানাথ সিকদার শ্রীমতি পুতুল সিকদার WB0770600000423 (বারাসত শাখা অফিস)**	সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ৪১ বর্গফুট চিহ্নিত বি এবং বি-১ হিসেবে এবং অবস্থিত মৌজা : মাসুন্দা, জেএল নং ৩৪, আরএস দাগ নং ৪৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৪১৭, এলআর দাগ নং ৪৯৯/১৪৫৩, এল ও পি নং ১৬৭, হোল্ডিং নং ২৪৫/২, এন এস রোড বাই লেন, থানা : ঘোলা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে প্লট নং এ/১, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া এন এস রোড বাই লেন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া এন এস রোড বাই লেন, পশ্চিমে : প্রণয় রায় এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	২৪.০৬.২০২৪	১৫,০৭,০৮০/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং -১৬১(এন) তাং -১৯.১২.১৯৭৪
গ্রাম+পো.--হাঁসপুকুরিয়া, ব্লক-তেহট্ট-২ নং, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদিয়া,পিনকোড--৭৪১১৬০

এতদ্বারা হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাদের জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৭.১০.২০২৪ তারিখে সমিতির প্রতিনিধি(ডেলিগেট) নির্বাচন নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির উক্ত ভোট প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সমস্ত ভোটারদের ভোটদানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে এবং নির্বাচনক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা এই বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযোজিত হয়ে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হোলো যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলি সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্র . নং.	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	তারিখ	সময়
১	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	৩০-০৯-২০২৪ ও ০১-১০-২০২৪	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৩-১০-২০২৪	বেলা ১২ টা থেকে	সমিতির অফিস
৩	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০৩-১০ -২০২৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির অফিস
৪	মনোনয়নপত্র/প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	০৪ -১০ -২০২৪	বেলা ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫	চূড়ান্ত(বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৪-১০-২০২৪	বেলা ৩ টের পর	সমিতির অফিস
৬	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	০৫-১০-২০২৪	দুপুর ১২টা	সমিতির অফিস
৭	প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ	২৭-১০-২০২৪	সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত	হাঁসপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা	২৭-১০-২০২৪	ভোট শেষ হওয়ার পর	হাঁসপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯	ফল ঘোষণা	২৭-১০-২০২৪	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	হাঁসপুকুরিয়া পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিঃদ্র:-নমিনেশনপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

স্বা/- **পঙ্কজ কুমার রায়,**
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
হাঁসপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

বন্যায় দ্বারকেশ্বর নদ দূষিত, পুরসভার হুঁশ না থাকার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দ্বারকেশ্বর নদের চরে ভাগাড় করা নিয়ে আরামবাগ পুরসভার বিরুদ্ধে দূষণের অভিযোগ ছিলই। বর্ষার মরসুমে সে সব আবর্জনা বয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে নদের পাড়ের কাছে রাখা হয়েছিল। অতি বৃষ্টি ও ডিভিসি থেকে জল ছাড়ায় বন্যা হয় আরামবাগ শহর সহ বিস্তৃণ এলাকায়। বন্যার জেরে দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা দ্বারকেশ্বর নদের গিয়ে মেশে। দূষিত হয় দ্বারকেশ্বর নদের জল। কেননা আরামবাগ শহরের ও আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দূষিত নোংরা আবর্জনা দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে ফেলা হত। সেই সব নদের জলে মেশায় দূষিত হচ্ছে দ্বারকেশ্বর নদ।

জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুরসভার নিজস্ব কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় শহরের আবর্জনা দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে ফেলা হয়। যতদিন না আরামবাগ পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই নদের না থাকায় শহরের আবর্জনা দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে ফেলা হয়। যতদিন না আরামবাগ পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই সমস্যা চলতে থাকবে।

যদিও আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি জানান, 'আবর্জনা ফেলার জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে ঠিকই, তবে বিষয়টা দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'আসলে নদনদী দূষণ নিয়ে প্রশাসনের বিন্দুমাত্র নজরদারি নেই। সচেতনতাও নেই। আরামবাগ মহকুমার সার্বিক চিত্র এটাই। এই জন্যই আরামবাগবাসী দূষণের শিকার হচ্ছে। এই দ্বারকেশ্বর নদের জল আরামবাগ মহকুমার মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের বহু মানুষ এই নদের জলে চাষবাস করা থেকে শুরু করে স্নান করা ও বাড়ির কাজে লাগান। কিন্তু দূষিত নদের জল ব্যবহার করে শরীরে রোগ জীবাণু বাসা বাঁধছে। অথচ তারা বুঝতেও পারছে না কী ভাবে তাদের শরীরে রোগ হচ্ছে।

মহকুমার আরামবাগ পুরসভা ছাড়াও ৬টি ব্লকের ৬৩টি পঞ্চায়েতের ৫৭টিই নদনদী ঘেঁষা। মহকুমার মূল চারটি নদনদী দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ ছাড়াও আছে প্রায় মজে যাওয়া আমোদর নদ এবং তারাজুলি খাল। পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা না থাকায় প্লাস্টিক, পলিথিন, থার্মোকল-সহ যাবতীয় আবর্জনা ওইসব নদ-নদী বা খালেই ফেলা হয়। সারা বছর বিভিন্ন প্রতিমা বিসর্জনের জেরে দূষণও বাড়ে নদে। অথচ, খাতায়-কলমে হুগলি জেলাকে 'নির্মল' ঘোষণা করা হয় ২০১৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। এখানেই প্রশ্ন উঠছে। এই নিয়ে বিরোধীরাও কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, দ্বারকেশ্বর নদের পাশাপাশি শহরও দূষিত হচ্ছে। অথচ হুঁশ নেই প্রশাসনের।

আবাস যোজনার কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে পুলিশের উপস্থিতিতে আবাস যোজনার কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগম। এদিন দুপুর থেকে প্রায় ২০০ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে পঞ্চায়েত প্রধান একসময় নেওয়া কাটমানির টাকা ফেরত দেয়। বাকি বাসিন্দাদেরকেও তাদের কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরতের দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি পঞ্চায়েতের সামনে রাস্তা অবরোধ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রামে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে রাস্তা ফাকা করে। পরবর্তীতে পুলিশের গাড়িতেই ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে দপ্তর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য ওই পঞ্চায়েত প্রধানকে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে আগেই বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ইসলামপুরের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নূরি বেগম আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার ৫০০ টাকা কাটমানি নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন নুরি বেগমের স্বামী আব্দুল হক। দল তাঁর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট না হওয়ায় আব্দুল হককে সরিয়ে অঞ্চল সভাপতি করেন আব্দুস সাত্তারকে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরই আব্দুল হকের সঙ্গে বিবাদ চরমে ওঠে। বর্তমানে আব্দুল হক এলাকাছাড়া। তাঁর অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক দুর্নীতিতে সরব হন অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার। যার একটি আবাস যোজনা প্রকল্প।

জানা গিয়েছে, সরকারি ভাবে ২২৬ জন উপভোক্তকে আবাস যোজনার প্রকল্পের আওতায় আনেন। এই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক উপভোক্তার কাছ থেকে ১০ হাজার ৫০০ টাকা কাটমানি নিয়েছিলেন প্রধান নুরি বেগম। দলের কাছে এই তথ্য আসার পরই নুরি বেগমকে প্রধানের পদ থেকে অপসারণ সহ দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার পঞ্চায়েত অফিসে বসে ২০০ জন উপভোক্তাকে কাটমানি বাবদ নেওয়া ১০ হাজার টাকা ফেরত দিলেন । এদিন পঞ্চায়েত অফিসে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল। পুলিশি পাহাড়া কাটমানি টাকা ফেরত দিলেন প্রধান নুরি বেগম। বাকিরা টাকা ফেরত না পাওয়ায় এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২০০ জনকে কাটমানির টাকা ফেরত দিয়ে নুরি বেগমকে পুলিশ পঞ্চায়েত অফিস থেকে বের করতে গেলে গ্রামবাসীরা তাঁর পথ আটকে দেয় পুলিশ কোনওক্রমে তাঁকে গাড়িতে তুলতে পারলেও ক্ষুব্ধ জনতা গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশের উত্তেজিত জনতাকে হটাতে হিমশিম খেতে হয়। পুলিশ ক্ষুব্ধ জনতা কাছ থেকে গাড়ি বের করে নিলে তার পিছু নেন গ্রামবাসীরা। কাটমানির টাকা ফেরত পেয়ে খুশী গ্রামবাসীরা। তবে বেশ কিছু উপভোক্তা কাটমানির টাকা ফেরত না পেয়ে রাস্তায় গুড়ি ফেলে পথ অবরোধ শুরু করেন। পুলিশি তৎপরতায় সেই অবরোধ উঠে যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার জানিয়েছেন, এই পঞ্চায়েতের প্রধান আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অন্যায় ভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছিলেন। এই নিয়ে দল আগেই ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা সেই টাকা ফেরত করানোর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছিলাম। এদিন চাপে পড়ে পঞ্চায়েত প্রধান কিছু মানুষকে কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দিয়েছে। আমরা বাকিদের টাকাও তাঁর থেকে নিয়ে ছাড়ব।'

এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ হাসির জানিয়েছেন, 'আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর কিছু এজেন্ট মারফত এলাকার প্রায় ১৩০০ বাসিন্দাদের প্রত্যেকের থেকে ১০ হাজার ৫০৯ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। এরপর প্রায় ১ বছর পেরিয়ে গেলেও কেউ ঘর পায় নি। এই নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। এদিন কয়েকজনকে কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দিয়েছে। আমি ও আমার মতো অনেকেই এখনও পর্যন্ত টাকা ফেরত পাইনি। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে ছাড়ব না।'

পঞ্চায়েত প্রধান নুরি বেগম জানিয়েছেন, 'আমার আগে যারা দায়িত্বে ছিল, তারা এই টাকা নিয়েছে। আমি কারও থেকে কাটমানি নেইনি। তবে মানুষের ক্ষোভ সামাল আমাকেই দিতে হচ্ছে। সেই কারণে আজ কিছু মানুষকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমানের অঞ্চল সভাপতি রাজনীতি করছেন।'

তবে এই টাকার উৎস প্রসঙ্গে প্রধানের জবাব, টাকার ব্যবস্থা প্রশাসন করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রায় ৬/ ৭ মাস আগেই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কাটমানি বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য এর আগেও তাকে বেশ কয়েকবার নির্দেশ দিলেও তা তিনি মানেননি। পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী আড়াই বছরের আগে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায় না। ওই সময়সীমা পার হলেই আমরা ওই পঞ্চায়েতে বাকি সদস্যদের নিয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেব।'

পঞ্চায়েতগুলিতে মানুষের পরিষেবা ব্যবস্থা তদারকি জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে কোনও রকম ভাবে হয়রানি হচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারেই তদারকি চালালেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া এবং পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। শুধু তাই নয়, দুর্বিষহ গরমের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা কতটা স্কুলমুখী হচ্ছে এবং স্কুলের পঠনপাঠন ব্যবস্থা কী রকম চলছে, সেই বিষয়ে তদারকি করলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বসে ভাত, ডাল, সোয়াবিন মিড ডে মিল হিসেবে খেলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

মঙ্গলবার দুপুরে ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের আচমকায় পরিদর্শনে যান জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের এই দুই প্রধান। প্রথমে নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন জেলাশাসক। এমনকি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল থেকে শুরু করে সার্বিক উন্নয়নের পরিকাঠামোর বিষয়ে খোঁজখবর সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে শুনে নেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট প্রধানের সঙ্গে। এরপরই এলাকার বুধিয়া হাই মাদ্রাসায় আচমকায় পরিদর্শন করেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন ব্যবস্থা এবং মিড ডে মিলের গুণগতমান যাচাই করেন জেলা প্রশাসনের ওই দুই পদস্থ কর্তা । সেখানে মিড ডে মিল খাওয়ার পর্ব শেষ করেই নরহাট্টা এলাকার উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েও চিকিৎসা পরিষেবার বিষয়ে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। কথা বলেন দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে। সমস্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখে ও খুশি প্রকাশ করেছেন জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের দুই পদস্থ কর্তা।

জেলাশাসক নীতিল সিংহানিয়া বলেন, 'এদিন নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবা বিষয়গুলি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত খুব ভালো মতো কাজ করছে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসা সাধারণ মানুষেরা এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে পরিষেবা পাচ্ছেন। এরপরই বুধিয়া হাই মাদ্রাসায় গিয়ে সেখানকার পঠনপাঠন ব্যবস্থা বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বসে মিড ডে মিল খেয়েছি। আসলে যে ভাবে কয়েকদিন ধরে গরম পড়েছে, তাতে হয়তো অনেক পড়ুয়া আসছে না। সেই বিষয়টিও খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে। তবে এই স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থা খুব সুন্দর ভাবেই চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাসের আর্জি, খুশি বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: বুধবার থেকে চালু করা হবে জয়দেব কলকাতাগামী সরকারি বাস। সাংবাদিক বৈঠকে বোলপুরে এমনই সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোলপুর বিধানসভার অন্তর্গত জয়দেব- কেন্দুলি প্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদ, এই জয়দেবে বসে পৌষ সংক্রান্তিতে বাউল ও কীর্তনের মেলা।

এখানেই বাউল অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটন মানচিত্রেও জয়দেবকে উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু বারবার উপেক্ষিত থেকেছে এই জয়দেব। নেই ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা, নেই যোগাযোগের জন্য সরকারি বাস। কয়েক বছর আগে স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করায় মিলেছিল জয়দেব থেকে কলকাতা যাবার সরকারি বাস। কিন্তু ১৫ দিন চলার পর সেই বাস আর চলেনি।

রাজ্যের মন্ত্রী বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন স্বপ্ননীড় পত্রিকার সম্পাদক অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, চেষ্টাও করেছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সেই বাস চালু হয়নি। মঙ্গলবার বন্যা কবলিত বীরভূমে জেলা প্রশাসন ও মন্ত্রী সহ সকল আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন ফের বাসের আবেদন জানান প্রবীণ সাংবাদিক অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর কাছে সমস্ত বিষয় শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন বুধবার থেকেই যেন বাস চালু করা হয়। স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক তথা সাংবাদিক শুধু এলাকার খবরই নন এই এলাকার সাধারণ মানুষের যোগাযোগের সুবিধার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাসের আবেদন করায় খুশি জয়দেবের বাসিন্দারা। অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলকাতার বাস ধরতে অনেক কষ্ট করতে হয় তাই এলাকার দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন রাস্তায় বাস চললে ভালো লাগবে।'

মঙ্গলবার কাকদ্বীপ ব্লকে মৃত ৮ মৎস্যজীবীর পরিবারদের আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে। উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি, মথুরাপুরের সাংসদ বাপী হালদার, স্থানীয় বিধায়ক সহ জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা।

উলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে স্বাগত জানাচ্ছেন অনুগামীরা।

বন্যার কবলে গোঘাট, ভাবাদিঘি ভরাটের পরিকল্পনায় আতঙ্ক

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

এখনও বন্যার জল নামেনি। ভাসছে হুগলির গোঘাট ও খানাকুল। এরই মধ্যে গোঘাট থেকে বিষ্ণুপুর রেল লাইনের পুরনো নকশা বদলে ৫২ বিঘার ভাবা দিঘির বড় অংশ ভরাট করে রেল লাইন পাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকারও দিঘি ভরাট নিয়ে উদাসীন। ভাবাদিঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের পক্ষ থেকে ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ভাবাদিঘি পরিদর্শনে যায় রবিবার। দলে ছিলেন কমল দত্ত, অরিজিৎ গাঙ্গুলি, সুরজিৎ সেন গৌতম সরকার, শেখ মাবুদ আলি, শৌভিক চক্রবর্তী।

প্রতিনিধিদল ভাবাদিঘি বাঁচাও কমিটির সুকুমার রায়, দিলীপ পণ্ডিত ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কৃষ্ণা রায় সহ স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। গ্রামবাসীরা জানান, ৫২ বিঘার দিঘিকে ঘিরে গ্রামটিতে ২৬৮টি পরিবারের বাস। সকলেই তফশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁরাই ওই দিঘির মালিক। সুকুমার রায় প্রতিনিধি দলকে জানান, ৫২ বিঘার জলাশয় ভাবাদিঘিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের গ্রামের জীবিকা অর্থাৎ মাছের চাষ, কিন্তু আদালতে দিঘি নিয়ে মামলা চলার কারণে ২০১৭ থেকে তা বন্ধ। ফলে গ্রামীণ মানুষের জীবিকাও সংকটে। পাশাপাশি দিঘিকে ঘিরে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যাপনও চলে। ভাবাদিঘিকে কেন্দ্র করে জলজ উদ্ভিদ, জলচর প্রাণী, পাখি, স্থলচর প্রাণী ও দিঘির চারপাশে প্রচুর গাছ নিয়ে একটি জীববৈচিত্রের বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে। ভারতীয় রেলের প্রস্তাবিত ভাবাদিঘির ওপর দিয়ে রেলপথ এই সব ধ্বংস করে দেবে। গ্রামবাসীরা চান রেল পথ হোক কিন্তু তা জলাশয় বাঁচিয়ে।

ভাবাদিঘি বাঁচাও কমিটি দিঘি বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা লড়ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) হুগলি জেলার পক্ষ থেকে ওই একই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত একটি মামলা লড়ছেন আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী। গ্রামবাসীরা চাইছেন জলাশয় বাঁচাতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয় হোক।

সমবায় সমিতির বেনিয়ম বন্ধে বিডিওর হস্তক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সমবায় সমিতির বেনিয়ম বন্ধে বিডিওর হস্তক্ষেপ, দফায় দফায় আলোচনায় কৃষকদের আশ্বাস কমানো হবে না ঋণের পরিমাণ, খতিয়ে দেখা হবে অন্যান্য বেনিয়মের অভিযোগও।

সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বারংবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। কিন্তু তারপরেও হাল বদল হয়নি। শনিবার সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ অন্যান্য কর্মীদের টানা তিন ঘণ্টা তালাবন্দি করে রেখে পথ অবরোধ করায় হুঁশ ফিরল প্রশাসনের। এলাকার বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সঙ্গে গতকাল দফায় দফায় বৈঠক করে ব্লক প্রশাসন। একাধিক দাবিপূরণের পাশাপাশি আর্থিক বেনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে বারবার বেনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন এলাকার কৃষকরা। অভিযোগ ওই সমবায় সমিতি কৃষকদের প্রাপ্য শস্যবিমার টাকার একাংশ কেটে নিয়েছে। কৃষকদের জন্য বরাদ্দ রাসায়নিক সার সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রি না করে কালোবাজারে তা বিক্রি করা হয়েছে। সমবায়ের কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের না দিয়ে তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন সমবায়ের কর্তারা। এছাড়াও সমবায়ের জমি কেনার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা বেনিয়ম, কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ইচ্ছাকৃত ভাবে কমিয়ে দেওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি সরব হন এলাকার কৃষকদের একাংশ। বারংবার অভিযোগ জানানোর পরেও হাল বদল না হওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষকরা গত শনিবার সমবায়ের অফিস ঘরে কর্মীদের প্রায় ৩ ঘণ্টা তালাবন্দি করে রাখে। জয়রামবাটি বাঁকাদহ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। সেই সময়ই অবরোধস্থলে পৌঁছে বিষয়গুলি নিয়ে পদক্ষেপের আস্বাস দিয়েছিলেন কোতুলপুর ব্লকের বিডিও। গতকাল কোতুলপুর বিডিও অফিসে রাত পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ এলাকার বিক্ষুব্ধ চাষীদের নিয়ে বৈঠক করেন বিডিও। সেই বৈঠকে সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়। চাষীদের দাবী বিডিও তাঁদের আস্বস্ত করেছেন ঋণের পরিমাণ কোনও ভাবেই কমানো যাবে না। অন্যান্য অভিযোগগুলিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। ব্লক প্রশাসনের এই হস্তক্ষেপের পর চোরকোলা রামডিহা আশ্বিনকোটা গ্রামসভা সমবায় সমিতিতে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা এখন কাটে কিনা সেটাই এখন দেখার।

প্রমিলা বাহিনী মদের ভাটিতে হানা, নষ্ট বিপুল মদ ও তৈরির সরঞ্জাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এলাকার খোদ প্রমিলা বাহিনী একের পর এক মদের ভাটিতে হানা দিয়ে নষ্ট করল বিপুল পরিমাণ মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম। পাশাপাশি মদ তৈরীর সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতেও সরব হন ওই প্রমিলা বাহিনী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার গোপালপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতুলপুর থানার গোপালপুর এলাকায় তিনটি বাড়িতে অবৈধ ভাবে চোলাই মদ তৈরির ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি। গত ৫ বছর ধরে সেই ব্যবসা চলছিল রমরমিয়ে। গ্রামেই একের পর এক মদের ঠেক গজিয়ে ওঠায় গ্রামের কিশোর থেকে যুবকরা ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়েছিল মদে। ফলে গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কার্যত লেগেছিল অভাব ও পারিবারিক অশান্তি। দিনের পর দিন মদ্যপান করায় অনেকে অসুস্থও হয়ে পড়ছিলেন।

বারবার এলাকার মহিলারা গ্রামের ওই মদ ভাটিগুলিতে গিয়ে চোলাই মদ তৈরি ও অবৈধ কারবার বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ না হওয়ায় এদিন লাঠি হাতে প্রমিলা বাহিনী চড়াও হয়ে ওই মদের ভাটিগুলিতে ভাঙচুর শুরু করে। নষ্ট করে দেওয়া হয় ভাটিগুলিতে থাকা বিপুল পরিমাণ মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম। প্রমিলা বাহিনী হানা দিতেই ভাটিগুলি ছেড়ে পালিয়ে যান মদ তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। অবৈধ কারবার বন্ধে অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে প্রমিলা বাহিনী।

কালনায় চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কালনা পুরসভা এলাকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। যার মধ্যে মঙ্গলবার কালনা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পান্থনীড় গেস্ট হাউস সংলগ্ন একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার পুরপিতা আনন্দ দত্ত, উপপুরপতি তপন পোরেল সহ বিশিষ্টজনেরা। ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে জানিয়েছেন উপপুরপতি তপন পোড়েল, এছাড়াও এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক

পর্যায়ে একজন করে মেডিক্যাল অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবেন, এখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তরপাড়ায় কিষান কং সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দ্রুত বিচার ও ফাঁসির দাবিতে উত্তরপাড়া কোতরং মাখলা টাউন কিষান কংগ্রেসের ডাকে উত্তরপাড়ার কাঠালবাগান বাজার এলাকায় পথসভা হয়। এই পথসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন দাস সাধারণ সম্পাদক

ইন্দ্রজিৎ দেব ভাইস প্রেসিডেন্ট গোপাল দে কংগ্রেস নেতা সুবীর মুখার্জি টাউন কিশান কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রাজ্য কিশান কংগ্রেস চেয়ারম্যান তপন দাস বলেন, 'আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা চাই দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হোক। এই সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে কোনও হাসপাতালেই ডাক্তারদের ও রোগীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। এমন অনেক বড় বড় হাসপাতালে আরজি করের মতো ঘুঘুর বাসা আছে এবং অনেক অনৈতিক কাজকর্ম হচ্ছে। অবিলম্বে হাসপাতালগুলিতে কড়া নিরাপত্তা দিতে হবে ঘুঘুরবাসা ভাঙতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। আমাদের আন্দোলন চলবে।' এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ।

প্লাবিত এলাকার প্রসূতিদের শাড়ি ও ফল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতিতে যেসব সন্তান সম্ভবা মহিলাদের ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল মঙ্গলবার জেলাশাসক এবং জেলা আরক্ষাধক্ষ্য হাসপাতালের মাদারস হাব এবং প্রসূতি বিভাগ পরিদর্শন করার পর ১১২ জন প্রসূতির হাতে শাড়ি, ফল ও বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তুলে দেন।

বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে প্লাবিত এলাকাগুলি থেকে উদ্ধার করে ১১২ জন সন্তানসম্ভবাকে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রসুতিরা ট্রাক্টরে, সিভিল ডিফেন্স ও এসডিআরএফের নৌকোয় করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আশা কর্মী , চিকিৎসক, সিভিল ডিফেন্সের কর্মী ও প্রশাসন সবাই মিলে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করায় কোনও জীবনহানি হয়নি। ১১২ জন মহিলার মধ্যে ৫৬ জন মা ইতিমধ্যেই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং বন্যার জল কমে যেতেই নিরাপদে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। ২৪ জন মা সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে ভর্তি আছেন হাসপাতালে, তাঁদের বাড়ি এখনও জলমগ্ন রয়েছে। ৩০ জনের বেশি সন্তান সম্ভবা মহিলা মাদারস হাবে রয়েছেন।

তিলোত্তমার ঘটনার প্রতিবাদে অনুদান ফেরত পুজো কমিটির

বিদ্যুতের বিলের ছাড়ও না নেওয়ার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তিলোত্তমার ঘটনার প্রতিবাদে পুজোর অনুদান ফিরিয়েছে একাধিক দুর্গোৎসব কমিটি। এবার সেই একই পথে হাঁটল হুগলির শ্রীরামপুরের একটি পুজো কমিটি। তবে তারা শুধু অনুদান ফিরিয়েছে তা নয়, সঙ্গে বিদ্যুতের বিলের ছাড়ও নেবে না বলেও ঘোষণা করেছে শ্রীরামপুরের একটি দুর্গাপুজো কমিটি। চাঁদা তুলেই হবে পুজো। সিদ্ধান্ত পুজো কমিটির। আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে এর আগে হুগলির উত্তরপাড়ার তিনটি কোন্নগরের তিনটি পুজো সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এবার সেই তালিকায় শ্রীরামপুর কলোনির পুজো। এবার এই পুজো কমিটির প্লাটিনাম জুবলি বর্ষ। সেই কারণে সদস্যরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে তারা পুজোর অনুদানের ৮৫ হাজার টাকা নেবেন না।

পুজো কমিটির সহ-সভাপতি বনবিহারী দত্ত বণিক বলেন, 'মা আসার আগেই মেয়ের বিদায় হয়ে গিয়েছে। তাই উৎসবে ফিরতে মন চাইছে না। তবে দুর্গাপুজো হবে নিয়ম মেনে। শুধু পুজোর অনুদান না, সরকার যে বিদ্যুতের ছাড় দেবে বলেছিল সেই ছাড়ও আমরা নিচ্ছি না। ১০০ শতাংশ বিদ্যুতের দাম মিটিয়ে পুজো হবে। আর এতেই এলাকার মানুষ খুশি হয়ে বেশি করে চাঁদা দিচ্ছে।' পুজো কমিটির সম্পাদক তপন ঘোষ বলেন, 'আরজি করের ঘটনা আমাদের ভীষণ ভাবে বিচলিত করেছে। পুজোর সঙ্গে যুক্ত সবাই একটি সভা ডাকতে বলে। সেই সভায় ৯০ শতাংশ সদস্য পুজোর অনুদানের সঙ্গে বিদ্যুতের বিলের যে ছাড়ের কথা বলা হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে সেটাও নেবে না বলে জানিয়ে দেয়। তাই আমরাএবারে পুজোর অনুদান নিচ্ছি না বিদ্যুতের বিলের ছাড়ও আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।'

মিড ডে মিলের খবর করতে গেলে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিল সঠিক ভাবে চলছে না বলে দাবি। ছাত্রছাত্রীরা সঠিক ভাবে মিড ডে মিল পাচ্ছে না-অভিভাবকদের কাছ থেকে এই অভিযোগ পেয়ে খবর করতে গিয়ে খোদ প্রধান শিক্ষিকা দুর্ব্যবহারের শিকার সংবাদ মাধ্যম। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার শ্যামপুর দুই ব্লকের পিপুল্যান প্রাইমারি স্কুলে। জানা গিয়েছে, এই স্কুলে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই ওই স্কুলে মিড ডে মিল নিয়ে অব্যবস্থার অভিযোগ উঠছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে ওই ইস্কুলের মিড ডে মিল ব্যবস্থা কেমন চলছে তা দেখতে গেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা মান্না ছবি তুলতে বাধা দেন এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বিষয়টি নিয়ে শ্যামপুর উত্তর চক্রের এস আই মধুরিমা দাস জানান, আপাতত ওই প্রধান শিক্ষিকার হাত থেকে মিড ডে মিলের দায়িত্ব নিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার জানান, ওই স্কুলের মিড ডে মিল সংক্রান্ত যে অভিযোগ তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কানপুর টেস্ট ঘিরে 'ফুল প্রুফ' নিরাপত্তাব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কানপুরে বাংলাদেশ,ভারত দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট শুরুর আগে গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে যাওয়ার রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদের বিশেষ রীতি পালন করেছে অখিল হিন্দু মহাসভা। তাদের দাবি, বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন হচ্ছে। সেটারই প্রতিবাদে গতকাল হিন্দু মহাসভা ওই ঘটনা ঘটানোর পর কানপুর টেস্টের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে শুরু করেছে ভারতের পুলিশ। গ্রিন পার্কে শুক্রবার থেকে শুরু হবে টেস্ট। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্ট ২৮০ রানে জিতে সিরিজে এরই মধ্যে ১,০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত।

এই টেস্ট সামনে রেখে আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছে হিন্দু মহাসভা। ধর্মীয় সংগঠনটির দাবি ছিল, গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। প্রতিবাদে তারা কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট ও গোয়ালিয়রে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচটি হতে দিতে চায় না। সেটারই ধারাবাহিকতায় গতকাল গ্রিন পার্কের রাস্তায় আগুন জ্বালানো। এরপর অবশ্য হিন্দু মহাসভার ২০ সদস্যের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে কানপুর পুলিশ। গোয়ালিয়রের বনধ্ নিয়ে হিন্দু মহাসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়বীর ভরদ্বাজ বলেছেন, 'হিন্দু মহাসভা ম্যাচের দিন গোয়ালিয়র বন্ধের ডাক দিয়েছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এই বনধের আওতামুক্ত।'

দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কানপুর পুলিশের এসিপি হরিশ চন্দ্র জানিয়েছেন, হিন্দু মহাসভার ২০ সদস্যের বিরুদ্ধে 'হাভান' আয়োজন ও স্টেডিয়ামের সামনে রাস্তা বন্ধ রাখার পরিকল্পনার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য 'ফুল প্রুফ' নিরাপত্তার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চেন্নাই থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কানপুরে পৌঁছানোর কথা। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে কানপুরে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (এসিপি) হরিশ চন্দ্র জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে এই টেস্টের জন্য যেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পিটিআইকে এ নিয়ে হরিশ চন্দ্র বলেছেন, 'কোনো ফাঁক না রাখতে আমরা নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যালোচনা করছি। আশা করি, চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স পাওয়া যাবে।'

হরিশ চন্দ্র জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁরা কাজ করছেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও কাউন্টার,ইন্টেলিজেন্স সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তথ্য বিনিময় চলছে। সম্ভাব্য বিপদ এবং সেসব কীভাবে চিহ্নিত করা যায়, এসব নিয়েও তথ্য বিনিময় করছেন তাঁরা।

কানপুরের (পূর্বাঞ্চল) ডিসিপি শারওয়ান কুমার সিং দ্বিতীয় টেস্টের নোডাল (সংযোগস্থল,সংক্রান্ত) কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন। তিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রিন পার্ক স্টেডিয়াম ও হোটেল ল্যান্ডমার্কে সেক্টর, জোন ও সাবজোন হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। এসব জায়গায় ডিসিপি, অতিরিক্ত ডিসিপি এবং এসিপি পর্যায়ের কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। ট্রাফিক ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ম্যাচের আগে স্টেডিয়াম এলাকায় যাতায়াত সংরক্ষিত থাকবে।

গোয়ালিয়রে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ বাতিল না করলে কুপিয়ে পিচ নষ্ট করার হুমকি দিয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়বীর ভরদ্বাজ। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতা চালানো হয়েছে...মন্দির ভাঙা হয়েছে। এ কারণে হিন্দু মহাসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গোয়ালিয়রে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে প্রতিবাদ জানানো হবে।'

ভারত সফরে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের পর গোয়ালিয়র, দিল্লি ও হায়দরাবাদে হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৬ অক্টোবর হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজরে টিকিটের চাহিদা বৃদ্ধি সাড়ে পাঁচ গুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'হট কেক'র মতো বিক্রি হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বক্সিং ডে টেস্টের টিকিট। দু'মাস আগে টিকিট বিক্রি শুরু হতেই চমকে গিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তারা। গত বারের থেকে এ বার টিকিটের চাহিদা সাড়ে পাঁচ গুণ বেশি।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আসন্ন বর্ডার-গাওস্কর সিরিজরে টিকিট বিক্রি। প্রথম দিনেই ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজরে টিকিটের চাহিদা দেখে আপ্লুত আয়োজকেরা। কোভিডের জন্য ২০২০-২১ মরসুমে এক লাখের বেশি আসনের মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে এসেছিলেন ৩০ হাজারের মতো ক্রিকেটপ্রেমী। তাই সে বারের টিকিট বিক্রির হিসাবকে ধরছেন না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তারা। তাঁরা টিকিটের চাহিদা বৃদ্ধির হিসাব করছেন ২০১৮-১৯ মরসুমের বর্ডার-গাওস্কর সিরিজরে সঙ্গে।

টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার দিনেই তুমুল চাহিদা তৈরি হওয়ায় তাঁরা উচ্ছ্বসিত। ২০১৮-১৯ মরসুমে বক্সিং ডে টেস্টের (২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর হয় এই টেস্ট) প্রথম দিন যত মানুষ খেলা দেখতে এসেছিলেন, এ বার তার তিন গুণ মানুষ টিকিটের জন্য আবেদন করেছেন। টেস্টের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দিনের টিকিটের চাহিদা ছাপিয়ে গিয়েছে প্রথম দিনকেও। ২০১৮-১৯ মরসুমের তুলনায় মাঝের তিন দিনের টিকিটের চাহিদা এ বার সাড়ে পাঁচ গুণ বেশি। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে এত মানুষের আগ্রহ দেখে উচ্ছ্বসিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তারা।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তা জোয়েল মরিসন বলেছেন, ''বর্ডার-গাওস্কর সিরিজ নিয়ে আমরা আশাবাদী ছিলাম। টিকিটের বিপুল চাহিদাই প্রমাণ করে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের ক্রিকেট নিয়ে মানুষের আগ্রহ কতটা। দ্রুত টিকিট বিক্রি হচ্ছে। শুধু বক্সিং ডে টেস্ট নয়, বাকি চারটি টেস্টের টিকিটের চাহিদাও বেশ ভাল। ক্রিকেটপ্রেমীরা মাঠে বসে অস্ট্রেলিয়া-ভারত লড়াই দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না।''

টিকিটের চাহিদা ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে বেশি বলেও জানিয়েছেন মরিসন। তিনি বলেছেন, ''ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের আগ্রহও আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। সব মিলিয়ে খুব উত্তেজক একটা সিরিজ হবে আশা করছি আমরা। মাঠের পাশাপাশি গ্যালারিতেও ক্রিকেটীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাবে।''

আগামী ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি। প্রথম ম্যাচ হবে পার্থে। পরের চারটি টেস্ট হবে যথাক্রমে অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন, মেলবোর্ন এবং সিডনিতে। টানা চারটি সিরিজ জিতেছে ভারতীয় দল। তার মধ্যে দু'বার জয় এসেছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। এ বার জিততে মরিয়া প্যাট কামিন্সেরা।

কুস্তিগির বিনেশকে নিশানা যোগেশ্বরের, 'না কেঁদে দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিনেশ ফোগাট পাশে পেয়েছিলেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকের মতো অলিম্পিক্সে পদকজয়ী কুস্তিগিরদের। এ বার অলিম্পিক্সে পদকজয়ী আর এক কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্তের নিশানায় তিনি। প্যারিস অলিম্পিক্সে বাতিল হওয়ার ঘটনায় বিনেশকেই দায়ী করলেন যোগেশ্বর। তাঁর মতে, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে না কেঁদে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল বিনেশের।

প্যারিস অলিম্পিক্সে মহিলাদের কুস্তির ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ। কিন্তু ফাইনালের দিন সকালে তাঁর ওজন ১০০ গ্রাম বেশি হওয়ায় বাতিল করা হয় তাঁকে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে অভিযোগ করেও পদক পাননি তিনি। বাতিল হওয়ার পরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছিলেন বিনেশ। কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। দেশে ফিরেও বার বার ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একই অভিযোগ করেছেন বজরঙেরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বিনেশ। তাঁর অভিযোগ ভাল ভাবে নেননি যোগেশ্বর।

অলিম্পিক্সে পদকজয়ী যোগেশ্বর বলেন, অলিম্পিক্স থেকে বিনেশকে বাতিল করা হয়েছে। ওর উচিত ছিল দেশবাসীর সামনে ক্ষমা চাওয়া। তা না করে ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করল। কেঁদে সকলের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করল। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীকেও দায়ী করল। সকলে জানে, ওকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত সঠিক। এক গ্রাম ওজন বেশি হলেও বাতিল করা হয়। তা হলে ওকে কেন করা হবে না?

ভারতের কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন বিনেশ-সহ কয়েক জন কুস্তিগির। ব্রিজভূষণের গ্রেফতারির দাবিতে যন্তর মন্তরে ধর্না দিয়েছিলেন বিনেশ, সাক্ষী, বজরঙেরা। নিজের স্বার্থে সেই কাজ তিনি করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন যোগেশ্বর। তিনি বলেন, তও দেশের একটা খারাপ আবহাওয়া তৈরি করেছিল। ভুল বুঝিয়ে মানুষকে আন্দোলনে শামিল করেছিল। অলিম্পিক্সেও নিজের দোষ ঢাকতেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে বিনেশ। আমি ওর জায়গায় থাকলে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতাম।

e-Tender Notice

NIT No. 25/24-25, dt. 23/09/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 7 nos), Total Amount Rs. 37,54,147.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 01/10/2024 upto 11-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against **NIT No.- 2/2024-25 dt. 20.09.2024** for Construction of duck cum Fish culture unit on pond side at WBCADC Deganga Project of Estimated value Rs. 4,69,194.00. The last date of issue of Tender paper is on **24.10.2024.** The details information available in website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Deganga Project

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:08/PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25 (For-7 Works) Dated:-23/09/2024,** Last date of Bid submission **30.09.2024 upto 02:00 P.M.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT

Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 3rd Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2024-25, Sl. 2, Date- 24.09.2024. Bid Submission Start Date : **25.09.2024 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **01.10.2024 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **03.10.2024 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Govt. of West Bengal

Irrigation & Waterways
Directorate Ganga Anti Erosion Division No.-II Berhampore, Murshidabad
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER e-SNIT No.: WBIW/EE/ GAED-II/e-SNIT-03/2024-25
The Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division No-II, Berhampore, Murshidabad, I & W. Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online tender from eligible bonafide outsider contractor having requisite credential for 01 (One) no. of work under jurisdiction of Ganga Anti Erosion Division No-II.
Last date and time of submission of application- **28.09.2024 upto 17.00 Hours.** The tender forms and other details can be obtained from the website **www.wbiwd.gov.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division No-II
Berhampore, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY

P.O. - Panihati, P.S.-Khardah,
Dist. - North 24 Parganas,
Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457

Tender Notice No.
PM/Acct/IT/2024-2025/01
Tender ID.-2024_MAD_756920_1
Bid Submission Start Date- 25th September-2024 11:00 AM.
Bid Submission End Date- 3rd -October-2024 11:00 AM.
Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide Chartered Accountant firms under valid registration of the Institute of Chartered Accountant of India for preparation of Annual Accounts as per Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India as well as common format approved by the Comptroller and Auditor General of India in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

BANDIPUR GRAM PANCHAYAT

This is to Certify that the final publication list in connection with Survey of Manual Scavengers has been duly published on **23.09.2024** in the office of the undersigned under the jurisdiction of the Barrackpore-II Development Block. The total no. of Manual Scavenger as per final list is Nil.
Sd/-
EA/ Secretary,
Bandipur GP

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against **NIT No.- 1/2024-25 dt. 20.09.2024** for Construction of Permanent structure of retailing outlet (12'x8') at WBCADC Deganga Project of Estimated value Rs. 1,52,434.00. The last date of issue of Tender paper is on **24.10.2024.** The details information available in website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Deganga Project

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-16 (03 No.), 17 (04 No.), Dated. 23.09.2024 &
E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-04 (01 No.), Dated. 23.09.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage & item rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat

Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender **(NIeT) No:-01/BOKHARA-II/15th FC/2024-25(3rd Call), Dated-23/09/2024.** The last date of online submission of tender is **26-09-2024 upto 18:00 hours.**
For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-06 of 2024-25 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for CONSTRUCTION OF PROPOSED B+G+1 BUILDING OVER THE FOUNDATION OF B+G+3 BUILDING FOR SETTING UP OF STATE RESOURCE CENTER (SRC) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT THROUGH SHG MODE AT OLD MUNICIPAL BUILDING, BASIRHAT MUNICIPALITY, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. e-Tender Start Date: **25.09.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **21.10.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-22 OF 2023-24 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Engagement of Manpower Agency for providing different categories of personnel at the Health Department of Basirhat Municipality under various Schemes. e-Tender Start Date: **25.09.2024 at 9.00 am.** Closing Date: **21.10.2024 upto 9.00 am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৯, তারিখ ২০.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর লাইসেন্স ও সুপারভাইজরি লাইসেন্স এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজটি সম্পাদন করার ক্ষমতা আছে এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **টেন্ডার কেস নং :** টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-১৯, **কাজের নাম:** নিম্নলিখিত টিআরডি কাজ : (ক) খানা-প্রধানখুন্তা - সিটিআর(পি) - ১৯.৬৯৯ টিকেএম, (খ) খানা-প্রধানখুন্তা - টিআরআর(পি) - ১৫.৮৮৪ টিকেএম, (গ) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া (ডাউন লাইন) - টিআরআর(পি) - ১৮.৯২৭ টিকেএম, (ঘ) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া (আপ ও ডাউন) - টিআরআর(পি) - ১২.১১৬০ টিকেএম, (ঙ) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া (ডাউন) - টিআরআর(পি) - ১০.৭০০ টিকেএম, (চ) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া ও অণ্ডাল-সীতারামপুর - টিটিআর (এফএস+ টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) - ১০৬ সেট (১:১২ - ৫৬ সেট ও ১:৮.৫ - ৫০ সেট), (ছ) আসানসোল ডিভিসন : টিআরআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.৯৪ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৫৯.৮৮-১৬১.৮২), (জ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০৫ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৬৫.১৯-১৬৬.২৪), (ঝ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ০.৭৬ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৬৬.২৪-১৬৭.০০), (ঞ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ০.৫৯ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১২৭.৭৮-১২৭.৯৩ ও ১৬৭.৫৬-১৬৮.৭০) এবং টিআরআর(পি) ০.১৮ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৬১.৮২-১৬২.০০), (ট) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০৫ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১২৬.৭৩০-১২৭.৭৮০), (ঠ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০০ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৪২.০০-১৪৩.০০), (ড) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০০ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৪৩.০০-১৪৪.০০), (ঢ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.৯০ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৮১.০০-১৮২.৯০), (ণ) আসানসোল ডিভিসন : টিআরআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.৯৪ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৫৬.০০-১৫৭.৯৪), (ত) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০৫ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১২৪.৬৩০-১২৫.৬৮০), (থ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০৫ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১২৩.৫৮০-১২৪.৬৩০), (দ) আসানসোল ডিভিসন : সিটিআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.০৫ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১২৫.৬৮০-১২৬.৭৩০), (ধ) আসানসোল ডিভিসন : টিআরআরপি - কেএএন-এএসএন শাখায় ১.৯৪ কিমি (ডাউন লাইনে কিমি ১৫৭.৯৪০-১৫৯.৮৮)। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৬৯,৫৯,৪৯৯.৫৫ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,৩৪,৮০০ টাকা। **খোলার তারিখ ও সময়:** ২২.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা। **কাজ শেষের সময়সীমা :** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার জারির তারিখ থেকে ১২ মাস। **অফারের বৈধতা:** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **ireps.gov.in**-তেও দেখা যাবে। (ASN-181/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY

LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Idi: murshidabadmunicipality @gmail.com Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 475/MM/ NIeT/ 2024-25 and, Dated: 24-09-2024.** The last date for online submission of tender is **01-10-2024 (Thursday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat

Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender **(NIeT) No:-04/BOKHARA-II/5th SFC/2024-25, Dated-23/09/2024.** The last date of online submission of tender is **30-09-2024 upto 18:00 hours.**
For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬০৬, তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৬২। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের স্টার্ফ কোয়ার্টারে রিমোট মনিটরিং, ওয়েব-ভিত্তিক (জিপিআরএস) 'স্মার্ট' এনার্জি মিটার দ্বারা চিরাচরিত স্ট্যাটিক এনার্জি মিটার প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য:** ২,০৪,৭০,৭৫৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২,৫২,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-303/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Press Notice

Sealed Quotations are hereby invited for Tomato, Bottle Gourd Bins Seeds under PSME schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide **NIQ-06/PSME/PMKSY- WDC 2.0/01/2021-22 for Kalimati MWA, 06/PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 for Tunturi-Suisa MWA and 06/PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 for Serengdih MWA in the district of Purulia.** For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board or visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting sealed quotation on **04.10.2024**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ
টেন্ডার নোটিশ নং এন-২৩৫-৬২
টেলি টেন্ডার ০৩-২০২৪
ডে. চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/হেকো, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত উপযুক্ততার যোগ্যতা অনুযায়ী যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **১. টেন্ডার নং :** এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০৩-২০২৪, **২. কাজের নাম :** এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, পিসিওএম অফিসে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমে টেলিকম সুবিধার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন টেলিকম সম্পদ সরঞ্জাম সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। **৩. টেন্ডার মূল্য :** ১৬৭৭৮৬৩.৮৩ (ষোলো লাখ সাতাত্তর হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং তিরাশি পয়সা), **৪. টেন্ডার জামিন :** ৩৩,৬০০ টাকা। **৪- টেন্ডারের বৈধতা :** ৬০ দিন, **৫. টেন্ডার দাখিল এবং খোলার শেষ তারিখ এবং সময় এবং স্থান :** ডিএসটিই/টেলি অফিস, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর। ২২.১০.২০২৪ বিকেল ৩ টায়, **৭. সম্পাদনের মেয়াদ :** ০৩ (তিন) মাস, ৮. টেন্ডারের কোনও পরিবর্তনের জন্য অনুগ্রহ করে ইন্টারনেট ওয়েবসাইট সংশোধনীর জন্য মূল টেন্ডার নোটিশের দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ৯. বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ, নথি, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট : **http://www.ireps.gov.in**।
দ্রষ্টব্য : টেন্ডারদাতা/ডাকদাতাগণকে তাদের টেন্ডারের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সকল প্রাসঙ্গিক নথি/বয়ান/পরিশিষ্ট সংযুক্ত করতে হবে।
ডে. চিফ সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/এইচকিউ, গোরক্ষপুর
CPRO/Sig-46
কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/363/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING & RENOVATION OF BLACKTOP ROAD AT S.N.GHOSH AVENUE IN RARI KHAL CO-OPERATIVE IN WARD NO.- 26 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.26,98,626.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Bondul-1 Gram Panchayat

Burdwan-1 Panchayat Samity
Bhandardihi :: Purba Bardhaman
NOTICE INVITING E-TENDER
E-NIT NO:- 07/BON-1/2024-25, DTD:- 23/09/2024 (5TH SFC TIED) 1 NO. OF INSTALATION OF SOLAR SYSTEM IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, BONDUL-1 GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **02/10/2024 UP TO 01.00 P.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Prodhan
Bondul-1 Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE

EXTENSION OF BID SUBMISSION DATE
NOTICE INVITING E-TENDER No. 01/2024-25 (2nd Call) dated - 06.09.2024
Vide Memo No. 015/004/03/04/454(10), dated-06.09.2024
Due to unavoidable circumstances, all prospective bidders are hereby informed that the Tender inviting authority has extended the last date of bid submission which will be on **01.10.2024 up to 06:30 PM** & Bid opening date will be on **03.10.2024 at 01:30 PM** for the **Construction of protective work by Eucalyptus-bullah piling at pond side (Pond no. 8) under WBCADC Debra Project Campus during the year of 2024-25.**
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

Joynagar Mozilpur Municipal Office

P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	NIT No.
1 to 11	Renovation & Improvement of Black Top Road In Different Wards.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/11/2024-25 SL1 TO 11

Tender ID: **2024_MAD_756907_1 to 11**
Bid submission starting date: **25/09/2024 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **03/10/2024 at 11:00 AM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Joynagar Mozilpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/361/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF DAMAGE ROAD AT RAVINDRA NAGAR TO SOBUJ SANGHA IN WARD NO.- 25 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,89,057.00
WBMAD/ULB/ RSM/362/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING OF ROAD AT RNC. ROAD AND SHYAMA CHARAN CHAKRABORTY ROAD AT WARD NO.-19, UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,89,121.00
WBMAD/ULB/ RSM/364/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD AT SAHEB BAGAN WARD NO.- 25 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,89,695.00
WBMAD/ULB/ RSM/365/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF ROAD FROM AT SANTINAGAR DHARMATALA ROAD IN WARD NO.-22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,87,833.00
WBMAD/ULB/ RSM/366/24-25 Dated 23.09.2024	REPAIRING & RESTORATION OF SATKARI BANERJEE ROAD FROM MALANCHA BAZAR TO SARKAR MORE VIA SATKARI HIGH SCHOOL AT WARD NO.-22 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.2,89,183.00
WBMAD/ULB/ RSM/367/24-25 Dated 23.09.2024	IMPROVEMENT OF ROAD NEAR YOUNG STAFF CLUB IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs.2,90,445.00

Bid Submission end date: **03.10.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

‘পুজোর ফ্যাশন’

অপর্ণা সান্যাল

ঢাকে কাঠি পড়ল জোরে মনে অনুরণন,
‘ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।’
বছর ঘুরে আসছে পুজো নিয়ে নতুন ফ্যাশন,
সবার গায়েই পুজোর নতুন ট্রেন্ডি কালেকশন।
ঝড়, বৃষ্টি-বাদল বা যতই আসুক বান,
বৃষ্টিতে তবু পরবো জিন্সের সাথে কাফ্‌তান।
সপ্তমীতে বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে আড্ডা,
ফুচকা কিংবা আইসক্রিমেতেই কাটাবো বেশ রাতটা।
সঙ্গে যদি জুটে যায় চিকেন চাউমিন,
ক্যারি করতে ভুলবো নাকো লিপস্টিক আর সেফটিপিন।
অষ্টমীর অঞ্জলীর শেষে বন্ধুর সাথে ঠাকুর দেখার প্ল্যানিং,
সেদিন থাকছে ঢাকাই শাড়িতে পদ্ম ফুলের ডিটেইলিং।
কনসিলার আর ফাউন্ডেশনে ঢাকবে মুখের খুঁত,
দেখবে যারা বলবে সবাই দারুন, অদ্ভুত!
নবমীতে পড়তে হবে সেই কালো কাঁথা স্টিচ,
ব্লাউজেতে মা দুর্গা আর জ্যাকেটটি হবে রিচ।
শাড়ি যদি ক্যানসেল হয় তবে পড়বো লং ড্রেস,
দেখতে দেখতেই পুজো গেল আনন্দ হল শেষ।
প্রাণ ভরে দেখবো এবার শহর কলকাতা,
রিল বানাতে বানাতেই ফুরোবে সব ডাটা।
বিদায় বেলায় কানে কানে আবার বলি তোমায়,
আসছে বছর আবার এসো মাগো এই সোনার বাংলায়।
পুজোর ফ্যাশন বজায় থাকুক সকলকে ভালো রেখো,
আমার পাড়ায় এলে মাগো আমার মাকে দেখো।
কলকাতা থাকুক কলকাতাতেই মেয়েদের করো পূজো,
সাবেকিয়ানাই বজায় থাকুক উন্নত করো মান মর্যাদা নিজ নিজ।

কবিতা

আবাহন

অরিজিৎ ভট্টাচার্য

শরৎ এসেছে দ্বারে কাতর চিৎকারে চায় ছুটি ক'টি দিন
দ্বিধা জাগে ভীরু বুকে না আসে রাতের ভ্রুকুটি না রক্তঋণ
আকাশের বুকে ভাসে বর্ণিল মেঘের ঘুড়ি কাঞ্চন মুকুল
বালিকা কুড়ায় ফুল মালিকা-মঞ্জুরি গাঁথে শেফালি-বকুল;
পৃথিবীর বুকে দ্বিধা উদ্বেগের ভিড় সুকন্যার আগমনে
ঘোষণা করিছে তার প্রফুল্ল অন্তর ঘরে ঘরে জনে জনে;
নদীর কিনারে দোলে কাশফুল-সারি সঘন আবেগ লয়ে
কাঁসা ও ঢাকের ধ্বনি অবিরাম বাজে ভক্তের বিবেক ছুঁয়ে।
যে পথেই মা আসুন যে কোনো বাহনে অভিন্ন সদর্থ তার
পিতা ও পুত্রীর মহামিলনের ক্ষণ সগৌরব একাকার।

অতিকায় সহস্রভূজার মাহাত্ম্য আজও অটুট

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত বাংলা জুড়ে জাগ্রত দেবদেবীর মন্দিরের সংখ্যা অগণিত। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের মাহাত্ম্য। কালীঘাটের মন্দির থেকে শুরু করে তারাপীঠের মন্দির ও বিভিন্ন তীর্থস্থান রয়েছে আমাদের এই রাজ্যে। এদের মধ্যে হাওড়া শিবপুরের ওলাবিবিতলার হাজার হাত কালী মন্দির তীর্থস্থান হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে।পুরান অনুসারে অসুর দলনের সময় মা দুর্গা, নানান সময় নানাবিধ রূপ ধারণ করেছিলেন। মার্কেন্ডিয় চণ্ডীর ৩৯ নম্বর শ্লোকে কথিত আছে মা দুর্গা ধারণ করেছিলেন অতিকায় সহস্রভূজা বীভৎস রূপ যে রূপ দেখে স্বয়ং মহিষাসুর স্তম্ভিত হয়েছিলেন এবং পরে তার হাতে বধও হয়েছিলেন। মায়ের এই রূপটি হাজার হাত কালী নামে পরিচিত। প্রায় ১০০ বছর ধরে মায়ের এই রূপের পুজো হয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শিবপুরের ওলাবিবিতলার হাজার হাত কালী মায়ের মন্দিরে। জানা যায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শিবপুর ওলাবিবিতলার সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় বংশের ছেলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক রাতে পেয়েছিলেন দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ যেখানে তিনি দর্শন পেয়েছিলেন মা কালীর এই রুপটির এবং সেই স্বপ্নাদেশেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন হাজার হাত কালী মায়ের মূর্তি এবং মন্দিরটি। সেই সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অর্থনৈতিক সামর্থ্য খুব একটা বেশি ছিল না। তাই স্বপ্নাদেশের কথা তিনি ওলাবিবিতলার বিত্তশালী হালদার পরিবারকে জানান এবং হালদার পরিবার তাকে সহযোগিতা করে।অবশেষে দুই পরিবারের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে মায়ের এই মন্দির।

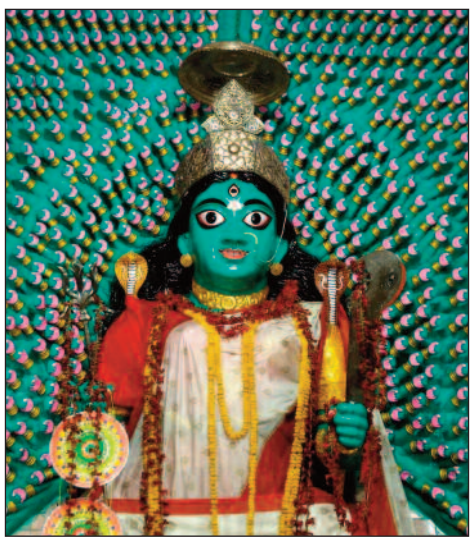

মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন।এই মূর্তির সামনের দিকে দুটো হাত এবং চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ৯৯৮ টি হাত। মূর্তির এই এতগুলো হাত নাকি কখনো কেউ কোনদিন গুনতে পারেনি। গোনাও নাকি নিষেধ। প্রথমে মূর্তিটা ছিল সম্পূর্ণ মাটির তৈরি মূর্তি এবং মূর্তির পিছনে চালায় ছিল হাজারটি হাত আঁকা। পরবর্তীকালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন মন্দিরটাকে ভেঙ্গে নতুন করে মন্দির তৈরি করেন তখন চুন-সুরকি, সিমেন্ট , বালি এবং আমেরিকান প্লাস্টার দিয়ে বানানো হয় বিশাল আকার মূর্তি। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট। সিংহের ওপর অধিষ্ঠিতা এই দেবীর গাত্র নীলবর্ণা। বিশাল আকার বাম হাতে রয়েছে খরগো এবং ডান হাতে পঞ্চশুল। দেবীর হাতে রয়েছে বলয় নাকে নথ ও কানে কানপাশা। দেবীর দুই স্কন্ধে ফনা তুলে বসে রয়েছে দুটি সাপ। দেবীর মাথায় রয়েছে রাজছত্র। যে বিষয়টি চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয় সেটা হল সাধারণ কালি মায়ের মূর্তির মত এই দেবী কিন্তু লাল জিহবা নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সর্বদা পূজা পাঠ ধ্যান ঐসব ভক্তি নিয়ে থাকতেন। তিনি একজন তন্ত্রসাধকও ছিলেন এবং তার এলাকায় আশুতোষ তর্করত্ন নামেও পরিচিত ছিলেন। মায়ের স্বপ্নাদেশ তিনি মন থেকে অবজ্ঞা করতে পারেননি তারই ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে এই মন্দির। তিনি প্রাণীহত্যা বা বলিদানে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তন্ত্র বলে মা তন্ত্র নির্দেশে পূজিত হলেও এই মন্দিরে কোন বলি হয়নি আজ পর্যন্ত। বলিদান প্রথা এখানে একেবারে বন্ধ। এই মন্দিরের ইতিহাসের সূত্রে উঠে আসে, ৬০ বছর আগে কৃষ্ণা সুব্রহ্মণ্যম নামক এক জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের এক শুক্রবারে এই মন্দিরে আসেন। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। এই মন্দিরের পূজারী তথা সেবায়েত এর মুখে মায়ের রূপ এবং কাহিনীর বর্ণনা শুনে তিনি মনে মনে মায়ের একটি চিত্র কল্পনা করেন। মায়ের কাছে কাতর ভাবে নিজের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ারও প্রার্থনা জানান। হঠাৎই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অলৌকিকভাবেই সেই ব্যক্তি ফিরে পান তার দৃষ্টি। তখন তিনি আবারও এই মন্দির দর্শনে আসেন এবং এসে মায়ের মূর্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হন। কারণ তার কল্পনায় তিনি মায়ের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তার সাথে বাস্তবের এই মূর্তি হুবহু এক। সেই থেকেই মনে করা হয় এই মূর্তি খুবই জাগ্রত এবং কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুরু করেন। সেখান থেকেই একইভাবে দক্ষিণ ভারতেও চালু হয় দেবী হাজার হাত কালীর পূজা। জনশ্রুতি রয়েছে যে কোন এক ব্যক্তি নিষেধ সত্বেও ঠাকুরের হাত গণনা করতে গিয়েছিল এবং গণনা করার কয়েক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। মন্দিরের মাকে নিয়মিত মাছ সহযোগে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রতিবছরই শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের শুক্রবারে এই মন্দিরে ভক্তদের সমাগম প্রায় চোখে পড়ার মতো। বুদ্ধ পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে এবং কালীপুজোর দিন এই মায়ের মূর্তি বিশাল ধুমধাম ভাবে পূজা করা হয়। এই মন্দিরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরেরাই পরপর উত্তরাধিকার সূত্রে মন্দিরের সেবায়েত হয়ে আসছেন। এই মন্দিরের এক সেবায়েত শ্রীমান মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় জানান, হাওড়ায় এই পুজোর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেও এই পুজোর প্রচলনও রয়েছে। সেখানেও বিভিন্ন জায়গায় নিত্য পূজিত হন দেবী হাজার হাত কালী মা। এখানেও শ্রাবণ মাসের শুক্রবারে বহু দক্ষিণ ভারতীয়দের সমাগম হয়। মাঝেমধ্যে দক্ষিণী খাবারেও ভরে ওঠে মায়ের প্রসাদের থালা।পুজো করা হয় সেই প্রসাদ দিয়ে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতার চোর বাগানের ১৮ হাত কালী মূর্তিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ওলা বিবি তলায় যেখানে মন্দিরটি রয়েছে শোনা যায় সেই জায়গাটিরও নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তারপর ১২৫ টাকায় হালদার পরিবারের কাছ থেকে তিন কাটা জমি কিনে তৈরি করেছিলেন মায়ের এই মন্দির। মায়ের বিগ্রহটি তৈরি করেন কুমোরটুলির প্রিয়নাথ পাল। শুরুর দিকে মন্দিরের আশেপাশে জঙ্গল থাকায় অনেক ডাকাত ও দস্যুরাও মাকে পুজো দিয়ে যেতেন। শিবপুরের এই কালীমন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের শুক্রবারে মা তামিল ভোগ খান। তখন মায়ের প্রসাদ হয়ে ওঠে টক ভাত, মিষ্টি ভাত, ঝাল ভাত, সম্বর বড়া, দই বড়া ও ঝুরিভাজা। এই মন্দিরটি চাঁদনী স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। চন্ডিপুরাণের ২২ তম অধ্যায়ে এই হাজারা হাত কালী মায়ের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নী,মহামায়ার পর এই অসুর নিধন করতে এসেছিলেন এই হাজর হাত কালী মা। বর্তমানে এই মন্দিরের পূজা অর্চনা ও আরতির সময় সকাল ছটা, দুপুর দুটো, এবং রাত্রি আটটা। কালীপুজোর দিন এখানে এতটাই ভিড় হয় যে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়ন করা হয় এখানে। বিশেষ করে কালীপুজোর দিন মাকে খিচুড়ি পায়েস পোলাও রাইস মাছ ও মিষ্টি সহকারে ভোগ দেওয়া হয়। শিবপুর অঞ্চলের ওলা বিবি তলা থেকে একটু এগোলেই দেখা মিলবে এই মন্দিরের হাজার হাত কালী মন্দিরের দীর্ঘদিন ধরে নিত্য পূজার ফলে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে হাজার হাত কালী তলা।লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন অন্যান্য মন্দিরে পূজা অর্চনা কঠোর নিয়মের অনুশাসনে চলছিল তখন এই মন্দিরে লকডাউনের সমস্ত সরকারি নির্দেশ মান্য করেই বর্তমান মন্দিরের সেবায়েত প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশেসামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সমস্ত দর্শনার্থী কে মন্দিরে পুজো দেওয়ার এবং দর্শন করার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল। এই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আজও একইভাবে অটুট রয়েছে।

দেবীপক্ষের আয়োজন

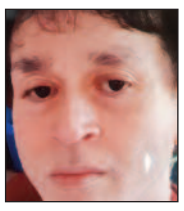

রথীন কুমার চন্দ

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের আগমন। কাশফুল, সাদা পেজা তুলোর মেঘের ভেলা, পদ্মফুলের পুকুর, দেবীপক্ষের আগমনী বার্তা বহন করে। দেবীপক্ষের সূচনায় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ ‘মহালয়ার’ সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে আবাহিত হয় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে। ১৯৩০ সাল থেকে এই আবাহনী বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত হয়েছে। দেবীপক্ষ না থাকলে এই আবাহনর অভাব বোধ হত। এই পক্ষ তর্পনের আঁধারে পূর্ব পুরুষদের জলদানের সুযোগদান করে নতুবা বনচিত্ হতে হবে। দেবীপক্ষের আবাহন মনের পবিত্রতা কাশফুলের মত শুভ্র, শিউলী ফুলের মত সৌরভময়, শিশিরের মতো নির্মল ও সফটিক হয়। দেবীপক্ষের সূচনা না হলে পুজোর আগমনী গান, পুজোর আবেশে মন মাতাল হবে না। এই পক্ষের অনুপস্থিতি আগাম পুজোর বাজার সরগরম করবে না, পোশাক ব্যাবসায়ী যারা সারা বছর উৎসবমুখর বাজারের আশায় থাকেন তারা নিরাশ হবেন অনলাইন ব্যাবসার রমরমায়। দেবীপক্ষের অনুপস্থিতি বাঙালিকে উৎসবমুখরতা থেকে বঞ্চিত করবে, বঞ্চিত করবে একঘেঁয়েমি, পাচপাচানি, থোড় বড়ি খাড়া আর জোয়ালটানা রোজনামচা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বাৎসরিক বাসনা থেকে। গতিময় বাঙালির সামাজিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিচর্যা প্রাণবন্ত, ঝড়ঝড়ে ও প্রতিশ্রুতি মুখর করে তোলে। দেবীপক্ষ না থাকলে টাচ স্ক্রিনের গতিশীলতা বাঙালি সমাজ ও মননকে উৎসবমুখর দিনগুলিতে সেলুলয়েড পর্দার বিরতি দেয়। বাঙালির বেরঙিন জীবনের আলোর রোশনাই দেবীপক্ষ। আলগা থেকে আলগা হতে থাকা সম্পর্কে ফেভিকল মজবুতি আনতে, ক্রিসপি ক্রানচি সম্পর্ক অটুট রাখতে একমাত্র চাবিকাঠি দেবীপক্ষ। পালটে যাওয়া দিনলিপিতে যোগ হওয়া অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মিতালি সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হতে বসেছে, রেডিও শোনার অভ্যাস তলানিতে ঠেকেছে, পাঠাগারে বই পঠন পাঠনে পাঠক সংখ্যা আতশ কাঁচের নীচে দেখার পরিস্থিতি করে তুলেছে। কুমোর শিল্পীদের ক্রমান্বয়ে প্রতিমা গড়ায় মাটি কাঠের অভাব, প্রতিমার অস্ত্র প্রস্তুত কারি শিল্পীদের ওপর জি,এস,টির খাঁড়া উৎসব মুখর দিনগুলিকে ম্লান করছে। জল সঙ্কটের আতঙ্ক ও অ্যামাজনের সবুজ সঙ্কট পৃথিবী তথা আমবাঙ্গালীর বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের মুখে এই বিভীষিকা আর পাঁচটা দিনলিপির ন্যায় আনন্দে ধস নামিয়েছে। প্রাকৃতিক সৌম্যের ভান্ডার ও সুরভিত শরৎকালের মলিন সৌন্দর্যের মাঝে আমেজ ঝিমিয়ে আসে। শিহরিত হয় আনন্দ। আনন্দের মাঝে বিষাদের ছায়া সংক্রমিত হচ্ছে। হাহাকার, আর্তনাদ, অবিশ্বাস আর ভয়ের পরিবেশ বিরাজমান।

অন্ধকারের ছায়া পিছু নিচ্ছে, তাড়া করছে। অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সর্বত্র। অর্থনীতি, পরিবেশ সবই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বিমুখ করেছে, ছন্দপতনের আবাহন শোনাচ্ছে। দেবীপক্ষ পরিবেশের রক্তচক্ষু, শাসানি, বিমুখতার মাঝে আগমনীর সুর ভাজছে কাশ ফুলের বনে, সাদা পেজা তুলোর মেঘের নীলিমায়।

বাঙালির সবচেয়ে বড় প্রাণের উৎসবের মানসিক আয়োজন বছরখানেক আগে থেকেই শুরু হয়। আনুষ্ঠানিক আয়োজন শুরু হয় রথযাত্রার দিন ও জন্মাষ্টমীর দিন থেকে। রথযাত্রার দিন কাঠামো পূজা ও জন্মাষ্টমীর দিন খড়ে মাটি লাগানো হয়। লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের পর সামাজিক আচার প্রক্রিয়া শারদীয় পূজাবার্ষিকী সম্ভার আসতে থাকে বিভিন্ন পাবলিকেশন হাউস থেকে। পূজাবার্ষিকীর দাবি সনদ প্রকাশকদের তরফ থেকে লেখকদের কাছে জমা পড়ে বছরখানেক আগে। পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপনে মলাট ভাবনার বুনন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসবের রঙিন আংগিকে পরিবেশনের ভাবনা, পাঠককে কাছে টানা, আলোড়িত করা, মনকে ছুঁয়ে যাওয়ার কৌশলে নতুনত্ব আনার তাগিদে। শারদীয়ার মার্কেটিং মহড়া জমতে শুরু করে চাকুরীজীবীদের বোনাস ও পূজা আডভান্সের বাজার গরম করার কিছু আগে, ভিড় এড়াতে। দোকানে দোকানে উঁকি ঝুঁকি, ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর দিন শেষ করেছে বাঙালি। অনলাইনের পশড়ায় ভরসা রাখছেন তাবৎ মাছে ভাতে বাঙ্গালি। ভিড় এড়ানোর অজুহাতে এনার্জি তুলে রাখছে পূজার প্যান্ডেল হপিং আর সেলফি উৎসবের ঘরানায়। সেলফি পোস্টের হুড়োহুড়ি পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে, প্রতিযোগিতার ঘণ্টা বেজেছে যেন। হরির লুঠের মত সেলফি পোস্টিং হতে থাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে, কে কাকে ছাপিয়ে যাবে সেলফি পোস্টিংয়ের ভিড়ে। শারদীয়ার উৎসবের মহড়া শুরু হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজায়। আকাশে ঘুড়ির মহোৎসব আর মাটিতে প্রতিমার পূজার আয়োজনে ঢাক ও কাঁসর ঘণ্টার শোরগোলে আলোড়িত হয় দেবী দুর্গার বাপের বাড়ির মর্তলোক। পূজোর গন্ধে চারিদিক আনন্দের সীমা-পরিসীমার শেষ থাকে না আম-বাঙ্গালীর মনে। দেবীপক্ষের সূচনায় পূর্ব পুরুষদের স্মরণে মহালয়া শ্রবণের রাত্রিজাগার পালা বাঙ্গালীর সর্ববৃহৎ উৎসবের আনন্দের শিহরণের আভাস দেয়। দেবীপক্ষের আগমন ঘাসের শিশির, শিউলির দেবীপক্ষের আয়োজনের সুমিষ্ট আগমনের বার্তা দেয়।

সাবেকিয়ানা আর থিমের মেলবন্ধনে শ্রীভূমির নিবেদন তিরুপতির মন্দির

শুভাশিস বিশ্বাস

শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর কাউন্টডাউন। এই দুর্গাপুজোয় নজর কাড়ে কলকাতার বেশ কয়েকটি মেগা বাজেটের পুজো। যার জাঁকজমক আর জৌলুস একেবারেই আলাদা অন্যান্য সব পুজোর থেকে। ফলে কলকাতার পুজো বলতে শহর তিলোত্তমার সঙ্গে যেন পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে এই সব পুজো উদ্যোক্তাদের নাম। আর সেই কারণেই এই সব পুজো দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ পৌঁছে যান কলকাতায়। আসেন ভিন রাজ্য থেকে মানুষজনও। তবে এই সব বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যেও রয়েছে থিম এবং সাবেকির লড়াই। থিম দিয়ে সাবেকি পুজোকে টেক্কা দেওয়ার বিষয়টিও নতুন নয়। তবে যাঁরা সাবেকি পুজো করে থাকেন তাঁদের দাবি, সাবেকি পুজোয় রয়েছে এক ঐতিহ্য। যা বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছে।

কলকাতার এই বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো। গত কয়েক বছর ধরেই থিমের চমকে সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে এই পুজো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এ বছর ৫২-এ পা দিতে চলেছে শ্রীভূমির এই পুজো। গত বছর ডিজনিল্যান্ডের থিমে সেজে উঠেছিল শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপ। তার আগে এই শ্রীভূমি-ই পুজো দর্শনার্থীদের দিয়েছে বুর্জ খালিফা, ভ্যাটিকান সিটির মতো আরও অনেক কিছুই। এবার ২০২৪-এ শ্রীভূমির থিম তিরুপতি মন্দির। ভারতের বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে এবারের পুজো মণ্ডপ। কথিত, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেবতা হলেন তিরুপতি বালাজি। তেলেগু ভাষায় ‘তিরু’ কথার অর্থ শ্রী বা লক্ষ্মী, অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি বা তিরুপতি। অনেকে তাঁকে গোবিন্দা, বিষ্ণু, লর্ড বালাজি কিংবা লর্ড ভেঙ্কটেশ নামে ডেকে থাকেন। এখানে ভক্তি, বিশ্বাস আর মনোরম প্রকৃতির এক অপরূপ মেলবন্ধন দেখা যায়। বালাজির কাছে কিছু মানত করলে তা পূরণ হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। তাই তো হতদরিদ্র থেকে কোটিপতি, বিনোদন দুনিয়ার তারকা থেকে রাজনীতিবিদ, সকলেই এই মন্দির দর্শনের জন্য দূরদূরান্ত থেকে আসেন। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চিত্তুর জেলায় তিরুমালার শিখরে তিরুপতি বালাজির মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিজয়নগরের রাজা শ্রীকৃষ্ণ দেবরায়।

২০২৪-এও শ্রীভূমির এই পুজো যে প্রচুর দর্শনার্থী টানবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ক্লাব কর্তারা। কারণ, মণ্ডপ সজ্জায় থাকছে কারুকার্যের বিশেষ চমক। মণ্ডপ করা হচ্ছে একেবারে সাদা রংয়ের, তিরুপতি মন্দিরের স্টাইলে। প্যাণ্ডেলের ভিতরে থাকছে বিভিন্ন ধরনের ইনস্টলেশন। যার মধ্যে থাকবে ফাইবারের তৈরির নানা আকারের দেবদেবীর মূর্তি, ঠিক যেমনটি নজরে আসে তিরুপতির মন্দিরের ভিতরে পা রাখলে। প্যান্ডেল গায়েও থাকছে মন্দিরের মতোই সূক্ষ্ম কারুকাজ। সঙ্গে আলোকসজ্জাও এবারের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বলেও জানান পুজো উদ্যোক্তারা। মাতৃমূর্তির রূপদান করছেন কুমোরটুলি প্রখ্যাত শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল। সনাতনী স্টাইলের বিশালাকার দুর্গামূর্তি। যেখানে ফুটে উঠবে মায়ের রণংদেহি রূপে মহিষাসুর নিধনের পর বরাভয় প্রদান। অর্থাৎ, সমস্ত অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে শুভবুদ্ধির জাগরণ। এবছরও মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে থাকছেন থিম শিল্পী রোমিও হাজরা। মাতৃ প্রতিমাকে যে চোখ ধাঁধানো সোনার অলঙ্কারে সাজানো হবে তা বলাই বাহুল্য।

আসছে মা সাজছে শহর

স্বাভাবিকভাবেই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের এবারের পুজোর বাজেট কত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। কিন্তু, এই নিয়ে এখনই ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিছু জানাতে নারাজ। পুজোর পর অডিটে এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানান তাঁরা।

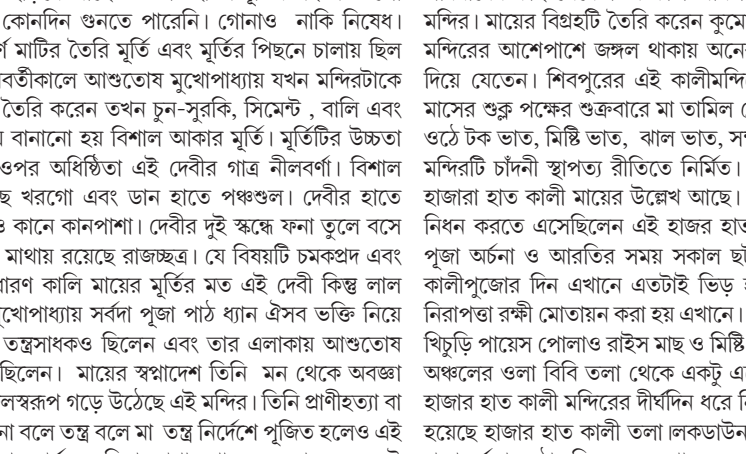

এদিকে শ্রীভূমির এই পুজো নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্কও। কারণ পুজো উপলক্ষে যে জনস্রোত নামে তাতে মুখ থুবড়ে পড়ে উল্টোডাঙা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পরিবহণ পরিষেবা। ফলে শহরের উপকণ্ঠ থেকে বহু মানুষ আসতেই পারেন না কলকাতার পুজো দেখতে। শুধু তাই নয়, পুজোর কয়েকটা দিন নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষজনকে, এমনই অভিযোগ উঠেছে শ্রীভূমির পুজো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পৌঁছানোও প্রাণান্তকর হয় রোগীর পরিবারের সদস্যদের। এই অবস্থা তৈরি হয় পুজোর উদ্বোধনের পর থেকেই। ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় ক্লাব কর্তাদের। পুজো কমিটির সঠিক পরিকল্পনা বা বন্দোবস্ত না থাকার জন্যই নাকি এমন দমবন্ধ অবস্থা তৈরি হয় বলেই অভিযোগ কলকাতাবাসীর। এই ঘটনায় এবার মুখ খুলতে দেখা গেছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

এদিকে এই প্রসঙ্গে পুজো কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, ‘আমাদের পুজোকে সাধারণ মানুষ বরাবর ভালোবাসা দিয়ে এসেছে। ভালোবাসা আর ভালোলাগার কারণে শ্রীভূমির পুজো দেখতে আসেন বহু মানুষ। যার জেরে কখনও কখনও জনস্রোত নামে পুজো মণ্ডপে। এঁদের এই পুজো দেখতে আসা আমাদের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব নয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আমরা আশা করছি। অন্যান্য বারের মতো প্রচুর মানুষের ভিড় হবে।’ তবে এবছর ভিড় মোকাবিলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে ক্লাব সূত্রে খবর। পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক থাকবে সমস্ত গেটেই। পাশাপাশি প্রবেশ এবং মণ্ডপ থেকে বার হওয়ার জন্য উপযুক্ত গেট করা হবে, যাতে ভিড়ে কোনও সমস্যা না হয়।

এবারের পুজোয় শুধু মণ্ডপ বা প্রতিমা-ই নয়, দক্ষিণ দাড়ি ইয়ুথসের তরফ থেকে বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে এই মণ্ডপে তৈরি করবে এক সিনেমা ফেস্টিভ্যালের আবহও। যেখানে পুজোর সঙ্গে তপন সিংহের স্মৃতি-তর্পণ করবে দক্ষিণদাড়ি ইয়ুথস। ফলে সব মিলিয়ে ফের জমজমাট এক পুজো রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে চলেছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং।